সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—নং ৪৮

মৃগলুব্ধ

দ্বিজ রতিদেব-বিরচিত

শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল করিম-সম্পাদিত

লালগোলাধিপতি

। রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

অর্থানুকূল্যে

কলিকাতা, ২৪৩।১নং অপার সারকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২২ সন।

কলিকাতা,
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারত-মিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

এক মৃগ ও লুব্ধের (ব্যাধের) কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এই পুথির নাম মৃগলুব্ধ। মৃগ-লুব্ধের প্রসঙ্গ-বর্ণনচ্ছলে ইহাতে শিব-চতুর্দ্দশী ব্রতের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বলা অনাবশ্যক, প্রাচীন কালের অন্যান্য গ্রন্থের মত ইহাতে প্রাসঙ্গিক ভাবে আরও অনেক ধর্ম্ম-কথার অবতারণা আছে।

"ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাওয়া" প্রভৃতি প্রবাদের কথা বোধ হয় সকলেই জানেন। ইহা দ্বারা মনে হয়, শৈব মতের প্রচারকগণ তখন দেশে শৈব মত প্রচার-বিষয়ে একবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গভাষায় শৈব ধর্ম্মের মাহাত্ম্যদ্যোতক কোন বৃহৎ বা উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। যে দুই একখানি প্রাচীন পুথি শৈব ধর্ম্মের ভগ্ন কীর্ত্তি-স্বরূপ বর্ত্তমান আছে, তাহা আকারে যেমন ক্ষুদ্র, গুণেও তেমন বড় নহে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে পদ্মা ও চণ্ডী যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, শিব সেরূপ করিতে পারেন নাই। যেখানেই তিনি দেখা দিয়াছেন, সেখানেই তিনি ভবানীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গীতে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। "স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী ও বিষহরীর দিনে শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই। সেই হিসাবে শিব ঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়া মনে হয়। চণ্ডী ও পদ্মাবতীর উদ্যমশীলতা মহাদেবে ছিল না বলিয়া,—বিশেষতঃ শৈব ধর্ম্মের উপর পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্ম্ম-তরঙ্গের উপর্য্যুপরি

আঘাতে তাহা শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের আড়ালে পড়িয়া যাওয়াতে বাঙ্গালায় শৈব সাহিত্যের আর বিকাশ হইতে পারে নাই।" *
এই বিষয়ে যে অল্পসংখ্যক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা শৈব ধর্ম্মের প্রাবল্য-সময়ে লিখিত, সুতরাং অত্যন্ত প্রাচীন। সে সব গ্রন্থে একটা চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সে চেষ্টার বিকাশ দেখা যায় না। এই মৃগলুব্ধ-প্রসঙ্গও সেরূপ একটা অবিকশিত প্রাচীন শিবের গীত মাত্র। প্রাচীন জিনিষ মাত্রই দুর্লভ। আবার দুর্লভ জিনিষ মাত্রই আদরের বস্তু। সেই হিসাবে এই মৃগলুব্ধ পুথিখানিও যে আমাদের বিশেষ আদরের সামগ্রী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রাচীন সাহিত্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীন কবিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া কোন নূতন পথে অগ্রসর হইতে প্রায়ই সাহসী হন নাই। অনুবাদ-গ্রন্থগুলির প্রায় সকলগুলিকেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক একটা কাব্যের রচনায় কবির পর কবির যুগব্যাপী চেষ্টার স্ফুরণ দেখা যায়। আদিকবি বলিয়া একজনকে মানিয়া লইলেও তিনি যে স্বীয় প্রতিভাবলে কোন বিষয়ের বা গল্পের উদ্ভাবন করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। সম্ভবতঃ তিনিও কোন কিম্বদন্তী-প্রচলিত আখ্যান অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে কাব্যের আকারে পরিণত করিয়াছেন। এই মৃগ-লুব্ধ উপাখ্যানেরও একটা মূল ছিল। কিন্তু সে মূল কি এবং উহার আদিকবিই বা কে, আমরা জানি না। মাননীয় দীনেশ বাবু বলেন,—এই উপাখ্যান রতিদেব দ্বারা বিরচিত হওয়ার পর পুনশ্চ রঘুরাম রায় সেই প্রসঙ্গে কাব্য রচনা

* দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।"

করেন। কিন্তু আমরা জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির রচিত "মৃগলুব্ধ" নামক অন্য যে পুথিখানি পাইয়াছি, তাহার রচনা-প্রণালী দেখিয়া মনে হয়, উহার অজ্ঞাতনামা কবিই বঙ্গভাষায় এই উপাখ্যানের আদি প্রবর্ত্তক। রামরাজা নামধেয় আর এক কবির রচিত "মৃগলুব্ধ-সংবাদ" নামক অপর একখানি পুথি হইতে সহজেই বুঝা যায়, মৃগলুব্ধের গল্পটি কোন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এই শেষোক্ত পুথিখানি ছাপা হইতেছে—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। উহার ভূমিকা-প্রসঙ্গে আমরা অপর পুথিখানির কথা আলোচনা করিব, বাসনা রহিল।

এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম দ্বিজ রতিদেব। গ্রন্থমধ্যে তিনি আপনার এরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ;—

> "পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতী। *
> জন্মস্থল সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি ॥
> জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম নারায়ণ।
> ধরণী লোটাইআ বন্দম জথ গুরুজন ॥
> অন্নপূর্ণা শাশুরী বন্দম মহেশ শাশুর। †
> মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর ॥"

উপরে উল্লিখিত চক্রশালা পূর্ব্বে ইস্‌লামাবাদের (চট্টগ্রামের) একতম পরগণা ছিল। অধুনা চক্রশালা আর পরগণা নহে; চক্রশালা স্থলে এখন "পটীয়া চাকলা" নাম হইয়াছে। তাহা হইলেও চক্রশালার নাম একবারে লোপ পায় নাই। পটীয়া থানা হইতে এক মাইল দেড় মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে কয়েকটি গ্রাম-সমষ্টিকে

---

* 'মধুমতী' স্থলে 'বসুমতী'—পাঠান্তর।

† 'মহেশ শাশুর' স্থলে "শ্বশুর শঙ্কর"—দীনেশ বাবুর পুথি।

এখনও চক্রশালা বলা হইয়া থাকে। পণ্ডিত ভবানীনাথ-কৃত "লক্ষণ-দিগ্বিজয়" নামক প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে, লক্ষণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া চক্রশালায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথাকার রাজা মণিভদ্রকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তদীয় কন্যা চন্দ্রকলাকে বিবাহ করেন। এই চক্রশালায় এক সময়ে রুদ্রবংশীয় কায়স্থগণ রাজত্ব করিতেন বলিয়া কথিত হয়। এই বংশীয় ভরত রুদ্র রাজা ছিলেন বলিয়া আজও কিম্বদন্তী শুনা যায়, রুদ্রবংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত দীঘি, মঠ প্রভৃতি বিস্তর সৎকীর্ত্তির নিদর্শন অদ্যাপি চক্রশালায় বর্ত্তমান আছে।

সুচক্রদণ্ডী পটীয়া থানার সংলগ্ন একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। পটীয়া মুন্সেফী আদালতসমূহ এই গ্রামেরই পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। পটীয়া ও এই গ্রামের মধ্য দিয়া "আরাকান রোড" চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার দক্ষিণে পটীয়া গ্রাম ও উত্তরে এই সুচক্রদণ্ডী অবস্থিত। ৩০।৩৫ ঘর মুসলমান ছাড়া এই গ্রামের অধিবাসিগণ সকলেই হিন্দু। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থই প্রধান। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ-শিক্ষিত ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেক লোক আছেন। মুসলমানগণের মধ্যে এক ঘর ভিন্ন আর শিক্ষিত লোক নাই।

পুরাকালে সুচক্রদণ্ডী গ্রামে দুইটি ব্রাহ্মণ-বংশ প্রধান ছিলেন। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মহাদেব ও গৌতমগোত্রীয় নিধিরাম—এই দুই জনের দুই বংশ। দ্বিজ রতিদেব সম্ভবতঃ নিধিরাম ভট্টাচার্য্যের বংশেই সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। নিজ দেশের কবি হইলেও অতি প্রাচীন কালের লোক বলিয়া এবং উক্ত ভট্টাচার্য্য-বংশে কুলজী রক্ষিত না থাকায় কবির স্বপ্রদত্ত বিবরণের অতিরিক্ত তাঁহার সম্বন্ধে

[আ]র কোন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইলেও উপায়ান্তর নাই।

রতিদেব আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। "মনসার ধূপাচার" নামক একটি প্রাচীন সন্দর্ভেও দ্বিজ রতিদেবের ভণিতি পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি ও মৃগলুব্ধ-রচয়িতা রতিদেব অভিন্ন ব্যক্তি হইবেন। সন্দর্ভটি রক্ষণযোগ্য মনে করিয়া এই পুথির পরিশিষ্টে প্রকাশ করিয়া দিলাম।

দুইখানি পুথির সাহায্যে ইহার সম্পাদন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দুই পুথিতে উহার রচনা-কাল এরূপ দেওয়া আছে;—

রস অঙ্ক বাউ (বায়ু) শশী শাকের সময়।
তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ॥
মৃগলুব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেবে গাএ॥

এ স্থলে রস=৬, অঙ্ক=৯, বায়ু=৫, শশী=১; তদনুসারে ১৫৯৬ শকাব্দের কার্ত্তিক মাসে এই পুথির রচনা আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে ১৮৩৭ শকাব্দা চলিতেছে। সুতরাং ১৮৩৭—১৫৯৬= ২৪১ বৎসর পূর্ব্বে এই পুথিখানি রচিত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত নিধিরাম ভট্টাচার্য্য-বংশের জামাতা স্বর্গীয় রামতনু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে সম্প্রতি মৃগলুব্ধের যে পুথি পাইয়াছি, তাহাতে এই পদের এরূপ পাঠ দেখা যায়;—

"রস অঙ্ক রবি শশী শাকের সময়।
তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ॥"

এখানে 'রবি' শব্দ খুব সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে 'বায়ু' শব্দের বদলে বসিয়াছে। নতুবা সঙ্গত অর্থ হয় না।

এই পুথির রচনা-কাল ২৪১ বৎসর পূর্ব্বে হওয়া কিছু অসম্ভব মনে হয় না। ভাষা দেখিয়াও এই পুথিকে ৩।৪ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ভাষা হিসাবেই মাননীয় দীনেশ বাবু রতিদেবের এই গ্রন্থকে সুলতান হোসেন সাহের সময়ে রচিত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকিবেন।

প্রাচীন পুথিগুলির ভাষা শুধু যুগে যুগে নহে, প্রত্যেক নকল-নবিশের হাতেই কিছু না কিছু সংস্কৃত বা রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, এই কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এই পুথির ভাষা সম্বন্ধেও সেই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

প্রাগুক্ত পুথি দুইখানির মধ্যে একখানি ১২০৩ মগী ১৮ই শ্রাবণ এবং আর একখানি ১২১৬ মগী ১৪ই ফাল্গুন তারিখে লিখিত হইয়াছিল। সেই হিসাবে পুথিগুলি যথাক্রমে ৭৪ ও ৬১ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত।

বর্ত্তমান শাক্ত-প্রধান চট্টগ্রামে এক সময়ে শৈব ধর্ম্মই প্রবল ছিল। যে সময়ে এই পুথিখানি রচিত হইয়াছিল, তখন যে চট্টগ্রামে শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রামের জগদ্বিখ্যাত মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ—স্বয়ম্ভুনাথ হইতেই এ দেশে শৈবভাবের এমন প্রাবল্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এ দেশের চৈত্র পার্ব্বণের শৈব-উৎসবের মতন সর্ব্বজাতি-সমন্বিত এমন সর্ব্বব্যাপক মহোৎসব বঙ্গের আর কুত্রাপি নাই। সেই সময়ে সমগ্র চট্টগ্রাম যেন কি এক উৎসাহ-মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া উঠে! আবার এই চট্টগ্রাম ছাড়া হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানের এমন মিলন-ক্ষেত্রও বুঝি শুধু বঙ্গে কেন, ভারতেও আর একটি নাই!

কালে কালে রূপান্তরিত ও সংস্কৃত হওয়া সত্বেও এই পুথির রচনা-পদ্ধতিতে স্থানে স্থানে অতি প্রাচীনতার বহুল নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে ; পাঠক মহাশয় দৃষ্টিমাত্রই সে সব ধরিয়া লইতে পারিবেন। রাঢ়ের ভাষা অদ্যাপি চট্টগ্রামে যতটা অবিকৃতভাবে প্রচলিত আছে, বঙ্গের আর কোথাও সেরূপ নাই। এ জন্যই চট্টগ্রামের ভাষাকে অনেকে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে আমরা রাম রাজার রচিত "মৃগলুব্ধসংবাদ" নামক এক-খানি পুথির উল্লেখ করিয়াছি। মৃগলুব্ধ ও ঐ পুথি একত্র পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, যেন এক কবি অন্য কবির চিত্র-রেখার উপর রং ফলাইয়াছেন। রতিদেবের রচনা প্রায় সরল ও বিশুদ্ধ ; রামরাজার রচনা অপেক্ষাকৃত জটিল ও অস্পষ্ট। রতিদেব অনেক স্থলে অনেক কথা ফেনাইয়া তুলিয়াছেন, রামরাজা সে সব স্থলে কতকটা সংক্ষেপে সারিয়াছেন। অনেক স্থানে উভয়ের রচনায় সাদৃশ্য আছে, আবার অনেক স্থানে পরস্পরের অনুকরণ বলিয়াও বোধ হয়। এ সব বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয়, রতিদেবের গ্রন্থ রামরাজার গ্রন্থের পরবর্ত্তী রচনা।

রামরাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে এই দুই গ্রন্থের তুলনায় সমালোচনা সমীচীন বোধ হইল না। এ জন্য আজ সে বিষয়ে নিরস্ত হইলাম।

এই গ্রন্থের ভাষাদি সম্বন্ধে অন্যান্য কথা পুথির পরিশিষ্টে প্রাচীন শব্দতালিকা" অংশে বলা যাইবে।

উপসংহারে বক্তব্য, ভূমিকা লিখিতে গিয়া আমি পরম শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে বিস্তর সাহায্য গ্রহণ

করিয়াছি। এ জন্য আমি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। এই বিস্মৃতপ্রায় সুপ্রাচীন গ্রন্থের প্রকাশ-ভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, এ স্থলে সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

চট্টগ্রাম।
১১ই আশ্বিন, ১৩২২ সাল।

আব্দুল করিম

নমো শিবায় নমঃ। নমো সরস্বত্যৈ নমঃ।

অথ মৃগলুব্ধ পুস্তক লিখ্যতে।

প্রণমোহ সরস্বতী শঙ্কর চরণ।
অবিনাশী গুণনিধি আদি নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা আদি দেবে জার ধেআএ চরণ[১]।
হেন শিব জগৎজীব ভিখারী লক্ষণ॥
স্মরণে সকল দুঃখ দারিদ্র পলাএ।
হেলাএ শ্রদ্ধাএ জেবা বোলএ তাহাএ[২]॥
সেই শিব-পাদপদ্ম বন্দিআ সানন্দে।
মৃগলুব্ধ কথা কহি পদাবলি ছন্দে[৩]॥
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী ব্রত উপবাস।
জেন মত অবনীতে হইলো প্রকাশ॥

---

(১) ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধ্যাএ জার চরণ—পাঠান্তর।
(২) জেই জনে বোলে এগা হেলাএ শ্রদ্ধাএ— " ।
(৩) 'পদাবলী ছন্দে' স্থলে 'পাঞ্চালীর ছন্দে'— " ।

সে সকল কথা কহি স্থন ভক্তজনে।
ভক্তিভাবে স্থন জদি তরিবা সমনে[১] ॥
প্রথম ছিকলি হইলো লিঙ্গের উৎপত্তি।
প্রত্যক্ষ জানিআ পূজা করিলো পার্ব্বতী ॥
দ্বিতীয় ছিকলি রাজা রুক্মিণী সম্বাদ।
তৃতীয় ছিকলি বনে পূজা কৈল ব্যাধ ॥
চতুর্থ ছিকলি হৈল মৃগের বন্ধন।
পঞ্চমে নরক বিস্তার মৃগের মোচন[২] ॥
ষষ্টম ছিকলি ব্যাধ হৈল স্বর্গবাস[৩]।
পুরী সমে মুচুকুন্দ সপ্তমে কৈলাশ ॥
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী উপবাস ফল।
ভক্তি করি জেবা পঠে পূর্ণিত সকল ॥
অনুদিন পঠে জদি করে উপবাস।
আউ জশ[৪] বল বাড়ে অন্তে স্বর্গবাস ॥
রস অঙ্ক বাউ শশী শাকের সময়।
তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ ॥
মৃগলুব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেবে গাএ ॥

---

(১) সমনে—শমনে।

(২) নরক নিস্তার পঞ্চ মৃগের আগমন—পাঠান্তর।

(৩) ষষ্ঠ ছিকলি হৈলো ব্যাধ স্বর্গবাস— ” ।

(৪) আউ জশ—আয়ু যশঃ।

প্রণমোহ মহাদেব আদি গণপতি।
ব্রহ্মা নারায়ণ বন্দোম লক্ষ্মী ভগবতী[১] ॥ ১৫
দশ দিগপতি বন্দোম তপন শমন।
ইন্দ্র চন্দ্র বসু ঋষি বন্দোম দেবগণ ॥
চরাচর ধরাধর বন্দোম ত্রিভুবন।
গঙ্গা আদি নদী বন্দোম মুনির চরণ ॥
ই তিন ভুবনে বৈসে জথ দেবী দেবা।
ধরণি লোটাই জথ দেবের পাএ সেবা[২] ॥
মুনিগণ প্রতি বন্দোম করি পুটাঞ্জলি।
জাহার প্রসাদে হএ মিষ্ট পদাবলি ॥
সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ কর দেবতা গণেশ।
তান পাদপদ্মে বন্দম অশেষ বিশেষ ॥ ২০
সরস্বতী পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণতি।
পুনি পুনি প্রণমোহ করিআ ভকতি ॥
বেণুহস্তা বাক্‌দেবী ভারতে সুন্দরী।
শক্তিরূপা সরস্বতী ত্রিভুবনেশ্বরী ॥
ধবল বসন দেবীর ধবল ভূষণ।
ধবল পুষ্পের মালা ধবল সিংহাসন ॥

(১) "ভগবতী" স্থলে "সরস্বতী"— পাঠান্তর।
(২) ধরণী লোটাইআ বন্দম করি তান সেবা— " ।

ধাতা হরিহরে জার ধেআএ চরণ ।
ধাত্রীরূপে[১] ধরাধর ধরিছে ভুবন ॥
ধরিআ দশনে তৃণ করম্ কাকুতি ।
ধরণী লোটাইআ বন্দোম দেবী সরস্বতী ॥ ২৫
ধরিছম্ চরণে তোহ্মা মুই পাপমতি ।
তুহ্মি বিনে মুই পাপী আর নাহি গতি ॥
তুমি জেই বোল সেই বোলিবারে পারি ।
ভালো মন্দ নহি বুঝি মুই দুরাচারী ॥
এই লোকে জেই চাহি সেই মোরে দিবা ।
অন্তকালে প্রাণ জাইতে রামনাম বোলাইবা ॥
এই আরাধন মোর স্তুন সরস্বতী ।
তোহ্মা পদে জানাইলুম অসংখ্য প্রণতি ॥
শিরে বৈস সরস্বতী কণ্ঠে দেও পাও ।
জিহ্বামুলে নিত্য (নৃত্য) কর সরস্বতী মাও ॥ ৩০
গোতম মুনির পদে অসংখ্য প্রণতি ।
তাহার চরণে কিছু প্রচারিলুম ক্ষিতি ॥
পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতি[২] ।
জন্মস্থল স্থচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি ॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম-নারায়ণ ।
ধরণী লোটাইআ মন্দম জথ গুরুজন ॥

(১) 'ধাত্রীরূপে' স্থলে 'ধ্বাতরূপে'—পাঠান্তর ।
(২) 'মধুমতি' স্থলে 'বসুমতী'— " ।

অন্নপূর্ণা শাশুরী বন্দম মহেশ শাশুর।
মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥
দেবগণ বন্দি মুই হৈলুম অবসর।
সৃষ্টির উৎপত্তি কহি অবধান কর॥ ৩৫

—০—

না আছিলো স্বর্গ মর্ত্ত্য না আছিল্ পাতাল।
জলমধ্যে ভাসে প্রভু আপনে দআল॥
সেই কালে কর্ণমূলে জর্ম্মে দুই জন।
মধু যে কোটব নাম বড়হি দুর্জ্জন॥
জন্মিআ প্রভুরে চাহে করিতে সংহার।
নাভী-পদ্মে থাকি ব্রহ্মা করে হাহাকার॥
তবে ব্রহ্মা ভবানীরে করএ স্তবন।
নিদ্রারূপী নারায়ণী জানএ কারণ॥
চক্ষু ছাড়ি নারায়ণ হইলো অন্তর্দ্ধান।
চৈতন্য পাইআ দেখে প্রভু নারায়ণ॥ ৪০
সমুখে দেখএ প্রভু অসুর দুই জন।
বহু উচ্চতর অতি ভয়ঙ্কর মন॥
প্রভুর সহিতে জদি হইলো দরসন।
ধাইআ আইসে দুই জন লইতে জীবন॥
দুই জন সঙ্গে প্রভু হইলো সমর।
পঞ্চ সহস্র অব্দ জুদ্ধ জলের উপর॥

জুদ্ধে তুষ্ট হইআ বোলে অসুর দুর্ব্বার।
তোহ্মা জুদ্ধে তুষ্ট আমি মাগি লও বর॥
তবে প্রভু বর মাগে অসুরের তরে।
মোর বধ্য হও তুহ্মি সমর ভিতরে॥ ৪৫
এবমস্তু বোলি দুই করে পরিহার।
স্থল বিনে না করিঅ আহ্মার সংহার॥
উরুদেশে পড়িল অসুর দুই জন।
নোখে (নখে) বিদারিআ লৈলো দুহার জীবন॥
মাংসপিণ্ড করি প্রভু জলেতে খেপিলা।
জলমধ্যে ডিম্বরূপে ভাসিতে লাগিলা॥
সেই মাংসে মেদনীর হইলো সঞ্চার।
ব্রহ্মারে কোরিলো আজ্ঞা সৃষ্টি করিবার॥
সমুখে হইলো পূর্ব্ব পিষ্ঠেত পশ্চিম।
বামেত উত্তর ভেদ দক্ষিণে দক্ষিণ॥ ৫০
চন্দ্র সূর্য্য দুই আক্ষি বায়ু হইল কাস (?)।
পদেত পাতাল ভেদ শিরেত আকাশ॥
ভিন্ন পুস্তক যদি পারিএ সৃজিতে।
কদাঞ্চিত এ সকল না পারি বিস্তারিতে॥
সৃষ্টি স্থিতি করিবারে ব্রহ্মারে বুজাএ।
করিলা অনন্ত সৃষ্টি প্রভুর আজ্ঞাএ[১]॥

(১) 'আজ্ঞাএ' স্থলে 'লীলাএ'—পাঠান্তর।

সৃষ্টির উৎপত্তি কৈলাস সভা বিদ্যমান।
লিঙ্গের উৎপত্তি কহি রতিদেবে গান॥

—০—

বসিআছে মহাদেব কৈলাশ শিখরে।
বাম অঙ্গে মহামায়া ভাগীরথী শিরে॥ ৫৫
নানান প্রসঙ্গ কহে দেব শূলপাণি।
স্তুতি করি যুগপাণি বোলেন্ত ভবানী॥
তুহ্মি ব্রহ্মা তুহ্মি বিষ্ণু তুহ্মি হুতাশন।
তুহ্মি ইন্দ্র তুহ্মি চন্দ্র তুহ্মি সে পবন॥
তুহ্মি সূর্য্য তুহ্মি পূজ্য তুহ্মি সে শমন।
কুবের বরুণ তুহ্মি জীবের জীবন॥
তুহ্মি বসু তুহ্মি ঋষি তুহ্মি দিগপাল।
তুহ্মি স্বর্গ তুহ্মি মর্ত্ত্য তুহ্মি সে পাতাল॥
তুহ্মি দিবা তুহ্মি রাত্রি তুহ্মি উষা সন্ধ্যাকাল।
তুহ্মি রোগ তুহ্মি শোক তুহ্মি মায়াজাল॥ ৬০
তুহ্মি মাস পক্ষ তিথি বার দণ্ড ভেদ।
তুহ্মি ধর্ম্ম তুহ্মি কর্ম্ম তুহ্মি চারি বেদ॥
তুহ্মি অস্ত্র তুহ্মি শাস্ত্র তুহ্মি সর্ব্বভূত।
তুহ্মি অগ্নি তুহ্মি জল তুহ্মি গুণযুত॥
তুহ্মি আদি তুহ্মি অন্ত তুহ্মি নিরঞ্জন।
তোহ্মা লোমকূপে বৈসে ই তিন ভুবন॥
ই তিন ভুবনমধ্যে তুহ্মি মাত্র সার।

তোহ্মা বহি ত্রিভুবনে কেবা আছে আর ॥
হেলাএ শ্রদ্ধাএ জেবা বোল সেহ বেদবাণী।
তোহ্মা হোতে শুনি কিছু পুরাণ কাহিনী ॥ ৬৫
এক ব্রতকথা যদি পার কহিবার।
সেই ব্রত করিব আহ্মি চরণে তোহ্মার ॥
ভবানীর স্তুতিবাক্য শুনি মহেশ্বর।
বদনে চুম্বিআ কহে মধুর উত্তর ॥
ভালো ভালো করিআ বাখানে ভবানী।
পতিব্রতা সতী তুহ্মি জগতজননী ॥
তুহ্মি আদ্যাশক্তিরূপা ত্রিভুবনে সার।
তোহ্মা হোতে হৈল প্রিয়া ই তিন সংসার ॥
তুহ্মি নর তুহ্মি নারী তুহ্মি বেদবিধি।
ত্রিভুবনপূজ্য তুহ্মি লক্ষ্মী গুণনিধি ॥ ৭০
এক পদ হাটিতে না পারি তোহ্মা বিনে।
শক্তিরূপা তোহ্মার নাম হৈল তেকারণে ॥
কহিমু উত্তম এক ব্রতের বিধান।
সেই ব্রতে স্বর্গে জাএ সত্য হেন জান ॥
সেই ব্রত উপবাস করিবা নিশ্চিতে।
তুহ্মি ব্রত কৈলে প্রচার হৈব অবনীতে ॥
চারি প্রহর[১] চারি পূজা পূজিব যতনে।
জাগিআ পোসাইব নিশি আনন্দিত মনে ॥

(১) 'প্রহর' স্থলে 'ব্রত'—পাঠান্তর।

শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী খ্যাতি ত্রিজগত।
সেই ব্রত জেবা করে পূরে মনোরথ॥ ৭৫
অবিরোধে স্বর্গে জাএ তাতে নাহি বাধা।
হেন ব্রত না করে জেই নরাধম গাধা॥
কহিল তোহ্মাতে আহ্মি ব্রতফল বিধি[১]।
শুনিআ না করে জেই পাইআ হারাএ নিধি॥
পুনি বোলে ভগবতী শঙ্করের পাশ।
করিমু দুর্ল্লভ ব্রত আইলে মাঘ মাস॥
আহ্মি জানি পূজিবাম তোহ্মার চরণে।
অন্য জনে তোহ্মার লাগ পাইব কেমনে॥
হাসিআ বুলিলা পুনি দেব পঞ্চানন।
লিঙ্গের উপরে আহ্মার করিব পূজন॥ ৮০
জীবন্যাস করি যোনি লিঙ্গ পূজা করি।
সেই লিঙ্গে জথ দেব পূজিবারে পারি॥
জথ দেব অধিষ্ঠান লিঙ্গের উপর।
লিঙ্গপূজা সর্ব্বসিদ্ধি ব্রহ্মার আছে বর॥
পুনরপি ভগবতী বোলে জোড় হাতে।
লিঙ্গের উৎপত্তি প্রভু মোরে কহ তত্ত্বে॥
লিঙ্গপূজা কৈলে তুষ্ট হও কি কারণ।
এহার মাহাত্ম্য কহ প্রভু সনাতন॥

(১) কহিব তোহ্মারে জথ এতফল বিধি—পাঠান্তর।

হাসিআ বোলেন পুনি দেব পশুপতি।
পূর্ব্বজর্ম্মে দক্ষসুতা নাম তোহ্মার সতী॥ ৮৫
সেই দক্ষ-ঘরে কন্যা হইলো এক শত।
সেই কন্যা বিহা কৈল দেব আছে জত॥
আহ্মিহ তোহ্মারে বিহা কৈল সেই কালে।
জার জেই গৃহবাস করে কুতূহলে॥
দক্ষ রাজাএ যজ্ঞ করে দেবগণ সনে।
আহুতি আনিলো সব তুহ্মি আহ্মি বিনে॥
বিবরণ জানি তুহ্মি হইলা কুপিত।
নিষেধ না মানি গেলা তাহার পুরীত॥
অনাদর দেখি তার ছাড়িলা জীবন।
তোহ্মার মরণে নন্দী কৈলো বহু রণ॥ ৯০
পরাভব পাইলো নন্দী শুনিআ শ্রবণে।
জটা ছিড়ি বীরভদ্র জর্ম্মাইলুম তখনে॥
বীরভদ্র গিআ জিনে জথ দেবগণ।
বীরভদ্র পরাজিল দেব নারায়ণ॥
বীরভদ্র পরাজয় শুনিআ শ্রবণে।
আপনে সাজিআ গেলুম দক্ষের ভুবনে॥
আহ্মা দরশনে ভঙ্গ জথেক দেবতা।
বীরভদ্রে যজ্ঞ করে তোহ্মার বাপের মাথা॥
আপ্ত বিস্মরিলুম মুঞি তোহ্মার বাপের শাপে।
সেই হেতু তোহ্মা লইআ ভ্রমি শোকতাপে॥ ৯৫

সেই কথা স্মরিলে মনে চক্ষুর জল পড়ে।
হারাইআ পাছি তোহ্মা ধরিবাম ধরে[১] ॥ (?)
তবে তোহ্মার শব লইআ ভ্রমি দিগান্তর।
হাহা প্রিয়া বোলি আহ্মি কান্দি নিরন্তর ॥
আহ্মারে উদাস দেখি দেব ভগবান।
শণিরে পাঠাইআ দিলো সঙ্গে চক্রবাণ ॥
তোহ্মার শরীরে পোকে করে তুর তুর।
এথ ঘৃণাএ তোহ্মা আহ্মি না করিল দূর ॥
তবে চক্রে তোহ্মা কাটি কৈলো খান খান।
জেইখানে পড়ে অঙ্গ সেই তীর্থ-স্থান ॥ ১০০
অতি সকাতর হৈলুম তোহ্মা হারাইআ।
শোকাকুলি ভ্রমি আহ্মি কান্দিআ কান্দিআ ॥
নিশি দিশি জল স্থল নাহিক বিচার।
হাহা প্রিয়া বলি ভ্রমি সকল সংসার ॥
দৈবযোগে গেল আহ্মি মুনির তপোবনে।
মুনিপত্নী লংঘিলাম বিপক্ষ মদনে ॥
ঘরে আসি ধ্যানমনে জানে মহামুনি।
জানিআ দিলেক মোরে দুষ্ট শাপবাণী ॥
মুনির শাপে মোর লিঙ্গ ছিড়িআ পড়িলো।
একে শোক আর বেথা ক্রোধ বাড়ি গেল[২] ॥ ১০৫

(১) 'ধরিবাম ধরে' স্থলে 'ধরিমু কাহারে'—পাঠান্তর।
(২) 'বাড়ি গেল' স্থলে 'উপজ্জিলো'— " ।

মহাক্রোধে সেই লিঙ্গ হৈলো মূর্ত্তিমান।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদিবারে করিলো সন্ধান ॥
দুই মুখ হৈলো লিঙ্গ মহিষের শৃঙ্গ।
বায়ুবেগে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিতে জাএ লিঙ্গ ॥
দেখিআ চিন্তিত হৈলো জথ দেবগণ।
অকালে প্রলয় দেখি ব্রহ্মা নারায়ণ ॥
অর্দ্ধে ব্রহ্মা অর্দ্ধে বিষ্ণু লিঙ্গ চাপি ধরে।
রাখিতে না পারে ঠেলি নিলো বহু দূরে ॥
ব্রহ্মাণ্ড ছাড়াইতে ঠেকাইল দুই জন[১]।
মোহিত হইআ দুই করিলো স্তবন ॥ ১১০
বিবিধ স্তবনে মোর শান্ত হৈলো ক্রোধ।
যোনি বিনে রৈতে নারি বচন প্রবোধ ॥
যোনিলিঙ্গ ব্রহ্মা বিষ্ণু করিলো সৃজন।
সেই হোতে যোনি লিঙ্গ পূজে সর্ব্ব জন[২] ॥
ব্রহ্মা আদি দেব জথ লিঙ্গে অধিষ্ঠান।
সেই হোতে লিঙ্গপূজা ভুবনে বাখান ॥
তুহ্মি আহ্মি অধিষ্ঠান লিঙ্গেতে তেকারণ।
তোহ্মাতে কহিল আহ্মি লিঙ্গের সৃজন ॥

(১) ব্রহ্মাণ্ড চাপিতে নিআ ঠেকে দুই জন—পাঠান্তর।
(২) সেই হোন্তে লিঙ্গপূজা ভুবনে বাখান— ” ।

পুর্ব্বজর্ম্মের কথা শুনি লিঙ্গের উৎপত্তি।
দণ্ডবত করি বন্দে[১] দেবী ভগবতী ॥ ১১৫
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী করিতে ভবানী।
মুনিপত্নী সঙ্গে করি আইল সুবদনী ॥
ভক্তি করি ভগবতী বোলে জোড় হাতে।
ব্রতের বিধান কহ করিমু কেমতে ॥
হরগৌরীর পাদপদ্মে বন্দিআ সানন্দে।
দ্বিজ রতিদেবে গাএ পাঞ্চালির ছন্দে ॥

—*—

লাচাড়ি।

বোলে দেব পশুপতি শুন দেবি ভগবতি
কহি শুন ব্রতের বিধান।
মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী অহোরাত্র উপবাসী
থাকিবেক লিঙ্গ সন্নিধান ॥
চারি প্রহর জাগরণ আক্ষা পূজে জেবা জন
অতিশয় পুণ্য হএ তার।
পাদ্য অর্ঘ্য বিল্বপত্র গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ
শক্তিরূপে ভক্তি করি সার ॥ ১২০
কৈলে এই উপবাস সর্ব্ব পাপ হএ নাশ
অবিরোধে জাইবো কৈলাশ।

(১) 'করি বন্দে' স্থলে 'হইআ পড়ে'—পাঠান্তর।

সুখে রাজ্য ভোগ করে রোগ শোক দুঃখ হরে
ভক্তিভাবে কৈলে উপবাস ॥
বিবরণ শুনি গৌরী মুনির পত্নী সঙ্গে করি
সন্‌যুত (সংযম) কৈল ত্রয়োদশী পাইআ ।
মাঘের জে চতুর্দ্দশী কৈলা দেবী উপবাসী
শিব পূজে উজাগর রৈআ ॥
প্রহরে প্রহরে পূজে নানাবিধি বাদ্য বাজে
শঙ্খ ঘণ্টা জয়কার ধ্বনি ।
গান বাদ্য করতালি মহাদেব বোলি বোলি
নাচে গাএ আপনে ভবানী ॥
এই মতে চারি প্রহর পূজা কৈল মহেশ্বর
প্রদক্ষিণ হইআ পুনি পুনি ।
দ্বিজ রতিদেবে বোলে মহাদেবের পদতলে
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসে ভবানী ॥ ১২৪

—o—

পএআর (পয়ার) ।

পুনরপি বোলে দেবী বন্দিআ চরণ ।
আজ্ঞা অনুসারে[১] কৈলুম তোহ্মারে অর্চ্চন ॥
মর্ত্ত্যলোকে প্রচার হইবো কোন মতে ।
শুনিবারে শ্রদ্ধা মোর শুন প্রাণনাথে ॥

(১) 'অনুসারে' স্থলে 'অনুরূপে'—পাঠান্তর ।

কেবা কথাএ কহিআছে এই ব্রতবিধি।
আজ্ঞা কর সে সকল শুনি গুণনিধি॥
চণ্ডীর বচনে বোলে দেব পশুপতি।
মৃগের ব্যাধের কথা মধুর ভারতী॥
ব্যাধ হোন্তে চতুর্দ্দশী প্রচার অবনী।
মুচুকুন্দ জিজ্ঞাসিলো কহিলো রুক্মিণী॥
দেবী বোলে মুচুকুন্দ রুক্মিণী কোন জন।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গ করি কহ সনাতন॥ ১৩০
গোপীনাথসুত দ্বিজ রতিদেবে গাএ।
মৃগলুব্ধ কথা কহে হরগৌরীর পাএ॥
স্বপ্নকালে বর মোরে দিলো মহেশ্বর।
চিরজীবী মোর নাম শঙ্করের বর॥
সেই শিবপাদপদ্মে দণ্ডবত সেবা।
মৈলেহ না মরে ভবে দ্বিজ রতিদেবা॥

লাচাড়ি।

কহে দেব পশুপতি শুন দেবি ভগবতি
মুচুকুন্দ রুক্মিণী কাহিনী।
হস্তিনা পুরীতে ঘর মুচুকুন্দ নৃপবর
রুক্মিণী জে তাহার রমণী॥

---

(১) 'ভবে' স্থলে 'নাম'—পাঠান্তর।

তাতে জথ বৈসে লোক নাহি রোগ দুঃখ শোক
ধর্ম্মপরায়ণ পুণ্যবান।
দ্বিজ আদি জথ জাতি করে জার জেই নীতি
ধর্ম্ম বিনে না ভাবএ আন॥ ১৩৫
প্রতাপে তপন সম ক্রোধে রাজা জেন যম
আনল সদৃশ তেজরাশি।
কীর্ত্তিএ রোহিণীপতি ক্ষেমাএ জে পালে ক্ষিতি[1]
ধৈর্য্যবন্ত পাপ-রিপুনাশী॥
পুত্রতুল্য প্রজা পালে রিপু শাসে বাহুবলে
দেবগুরু দ্বিজেতে ভকতি।
রুক্মিণী রমণী তান অতিশয় পুণ্যবান
পতিব্রতা অতি বড় সতী॥
অবিরত ব্রতধর্ম্ম আর তান নাহি কর্ম্ম
সোআমী[2] বিনে সেবা নাহি আর।
তাতে আর জথ নারী রূপে গুণে বিদ্যাধরী[3]
অহিংসক সকল সংসার॥
নিত্যধর্ম্ম সেই দেশ স্বপ্নে নাহি পাপলেশ
অবিরত শিবগুণ গাএ।

---

(১) ক্ষেমাএত জেন ক্ষিতি— পাঠান্তর।
(২) সোআমী—স্বামী।
(৩) 'বিদ্যাধরী' স্থলে 'অপছরি (অপ্সরী)'—পাঠান্তর।

মহাদেব পূজা বিনে আর নাহি চিত্ত মনে
হরগৌরী সদাএ ধেআএ ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা
তেন তুল্য হস্তিনা নগরী।
পুরীর বাখান জথ তাহা বা[1] কহিব কথ
রতিদেবে রচিলা লাচাড়ি ॥ ১৪০

—o—

পআর।

শিবে বোলে ভগবতি কর অবধান।
মুচুকুন্দ হেন রাজা নাহি পুণ্যবান ॥
ব্রতের বিধান জথ কহিলো তোহ্মাতে।
তাহান অধিক শুন স্ত্রী মুখ হোতে[2] ॥
মুচুকুন্দ রাজাএ করে শিব চতুর্দ্দশী।
রাজ্য সমে নরপতি রএ (রয়) উপবাসী ॥
মুচুকুন্দ জিজ্ঞাসিলো রুক্মিণীর স্থান।
রুক্মিণী কহিলো ব্যাধ মৃগের বাখান ॥
তুহ্মি আহ্মি চল সেই হস্তিনাতে যাই।
শুনিবা ব্রতের বিধি কৈমু[3] রাজার ঠাই ॥ ১৪৫

(১) 'তাহা বা' স্থলে 'আহ্মি বা'— পাঠান্তর।
(২) এহাতুন অধিক শুনিবা স্ত্রীমুখ হোতে— " ।
(৩) 'কৈমু' স্থলে, 'কহিতে'— " ।

হরষিত্তে হরগৌরী গেলা সেই দেশ।
আছিলো জথেক কথা কহিলো বিশেষ॥
একমনচিত্তে শুন জথ ভক্তজন।
শুনিলে সর্ব্বত্র সুখ তরিবা শমন॥
যেন মতে মৃগব্যাধ হৈলো স্বর্গবাস।
যেন মতে মুচুকুন্দ চলিলা কৈলাশ॥
কহিব সে সব কথা হরের যে পাএ।
ভব তরিবার হেতু রতিদেবে গাএ॥

—※—

মুচুকুন্দ নামে রাজা হস্তিনার পতি।
রুক্মিণী রমণী তান পতিব্রতা সতী॥ ১৫০
হস্তিনা পুরীর আর কি কৈমু বাখান।
নিত্য ব্রত ধর্ম্ম তাত লোক পুণ্যবান॥
সধবা বিধবা নারী তাত যথ বৈসে।
রাজ্য সমে নরপতি থাকে উপবাসে॥
আর দিন নরপতি পাইআ চতুর্দ্দশী।
রাজ্য সমে নরপতি থাকে উপবাসী॥
বিবিধ বিধানে পূজে শঙ্কর চরণ।
নৃত্য গীত মহোৎসব বিবিধ বাজন॥
শঙ্খ ঘণ্টা শিঙ্গা বেণু আর করতালি।
নাচে গাহে নরপতি মহাদেব বোলি॥ ১৫৫

পূজা সাঙ্গ করি রাজা জাপ সমর্পিলো।
জেবা জথ জানে ধর্ম্মকথা প্রশংসিলো॥
আসনে বসিআ রাজা সম্বাদে রুক্মিণী।
কোন মতে উজাগরে পোসাইবো রজনী॥
শুনিতে লাগএ রঙ্গ পুণ্য উপচয়[১] ।
রঙ্গে ঢঙ্গে নিশি যেন পোসাএ হেলাএ॥
হেন এক কথা প্রিয়া কহ মোর আগে।
তোহ্মার মধুর কথা বড় রঙ্গ লাগে॥
কহ কহ অএ (অয়ে) প্রিয়া না কর আলস্য।
নিদ্রা রিপু নিবারিতে কহত রহস্য॥ ১৬০
নৃপতির হেন বাক্য শুনিআ রুক্মিণী।
হাসি হাসি কহে কথা মধুরস বাণী॥
আহ্মি কিবা কথা জানি কি কৈমু তোহ্মাত।
শুনিআছি এক কথা শুন প্রাণনাথ॥
যে কথা শুনিছি এক মুনিপত্নী মুখে।
সেই কথা কৈমু আহ্মি পরম কৌতুকে॥
ভুবনবিখ্যাত চিত্রকূট পর্ব্বতএ।
অতি বড় পুণ্যস্থল মুনির আলয়॥
পুনি বোলে নরপতি রুক্মিণীর পাশ।
কাহার সৃজন পর্ব্বত বৈসে কোন দেশ॥ ১৬৫

(১) 'উপচয়' স্থলে 'উপজএ'—পাঠান্তর।

কহিবা সে সব কথা মোর বিদ্যমান।
মুনিপত্নী কি কৈইছে কহ মোর স্থান ॥
রুক্মিণী বোলেন পুনি শুন প্রাণনাথ।
চিত্রকূট কথা কহি তোম্মার সাক্ষ্যাত ॥
সুর-গাভী-সুত এক চিত্রাঙ্গদ নাম।
চিত্রকূট সৃজিলেক পর্ব্বত উপাম ॥
নানা জাতি বৃক্ষ সব রুপিলা তাহাতে।
করিল বিবিধ স্থলে বহুবিধ ভাইতে[১] ॥
শ্বেত পনস বাগন[২] গুআ সারি সারি।
তাল খাজুর নারিকেল মনোহারী ॥ ১৭০
নারাঙ্গ ছোলাঙ্গ জামির রম্ভা সোম তারা।
আনার চিনার আর বদরী আমড়া ॥
নানা বিধি মধুফল আছে স্থানে স্থানে।
স্থানে স্থানে করিআছে পুষ্পের উদ্যানে ॥
জাতি যুথি মালতি জে চাপা নাগেশ্বর।
শিরীষ কেতকী কিবা মরুআ দগর[৩] ॥
কমল কদম্ব ওড় বকুল মল্লিকা।
শ্বেতবর্গ নীলকণ্ঠ ফুটে সেফালিকা ॥

---

(১) ভাইতে—ভাতি, প্রকার।
(২) বাগন—বেগুণ।
(৩) 'দগর' স্থলে 'অগর' (অগুরু)—পাঠান্তর।

নানাজাতি পুষ্প তথাএ গন্ধ মনোহর।
কোকিলে কুহরে তথাএ গুঞ্জরে ভ্রমর॥ ১৭৫
সদাএ আনন্দ তথাএ ছঅ ঋতু বৈসে।
জেই চাহি সেই পাই নাহি শোক ক্লেশে॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ ভালুক হরিণ শূকর।
গণ্ডা গআল সিংহ শশক বানর॥
অশ্ব গজ জন্তু গাধা শিবা কৃষ্ণসার।
নানা জাতি পশু বৈসে সে বন মাঝার॥
কেহ কাকে হিংসা নাহি এক ঠাই মেলা।
অত্যন্ত অশক্য হএ দেবতার খেলা॥
স্থানে স্থানে সরোবর ডীঘি পুষ্করণী।
সুগন্ধি শীতল বাঅ (বাও) জল সুরঙ্গিনী॥ ১৮০
শ্বেত রক্ত নীলোৎপল বিবিধ কমল।
নক্ষত্র উদয় যেন গগনমণ্ডল॥
তেন মতে পুষ্প ফুটে প্রতি সরোবর।
সুগন্ধি পবন বহে ভ্রমএ ভ্রমর॥
হংস সব সরোবরে চরে সারি সারি।
চকোর চাতক পিক ফুকরে কুহরি॥
বিদ্যাধরী নৃত্য করে গাএ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
অপছরাএ নৃত্য করে দেখিতে সুন্দর॥
নানাবিধি বাদ্য বাজে নানা যন্ত্রধ্বনি।
শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাঁশী মধুরসবাণী॥ ১৮৫

মুনিগণ ঋষি সব বৈসে সেই স্থানে।
ত্রিভুবনে স্থান নাহি তাহার সমানে॥
নিরবধি দান ধর্ম্ম ব্রত উপবাস।
বিধাতাএ সৃজিআছে দ্বিতীয় কৈলাশ॥
সেই বনে উঠি যদি করি নিরক্ষণ।
করতল দেখি জথ সকল ভুবন॥
স্বর্গস্থল নাহি চাহি সেই স্থল পাইলে[1]।
পৃথিবীদুর্ল্লভ স্থান বিধাতাএ সৃজিলে॥
রাত্রি দিন মহোৎসব আনন্দ অপার!
বেদধ্বনি শাস্ত্রপাঠ পুরাণ বিচার॥ ১৯০
নানা ধর্ম্মকথা কহে মুনির রমণী।
হেন সাধ করে মনে[2] না খাই অন্নপানি॥
শয়ন উত্থান আর পার্শ্ব পরিবর্ত্ত।
এই তিন একাদশী ফল বড় দত্ত[3]॥
এক উপবাসের ফল কৈতে অন্ত নাই।
অবিরোধে যম জিনি বৈকুণ্ঠেতে জাই॥
ভীমেরে ধরিয়া কৃষ্ণ রাখে উপবাসী।
তেকারণে নাম হৈল ভীম একাদশী॥

---

(১) স্বর্গসুখ ভোগ না চাহি সেই স্থান পাইলে—পাঠান্তর।
(২) 'মনে' স্থলে 'শুনি'— " ।
(৩) 'বড় দত্ত' স্থলে 'বড় উদ্ভব'— " ।

রোহিণী অষ্টমী পুণ্য কহন না জাএ।
কোটী একাদশীর ফল রোহিণীতে পাএ॥ ১৯৫
অজ্ঞানে করিল ব্যাধ শিব চতুর্দ্দশী।
কৈলাশ নিবাসী হইলো অথ পাপ নাশি॥
এক ব্রত কথা এক এক পুথি জন্মে।
এক চিত্ত হইয়া জেবা করে ব্রত ধর্ম্মে॥
শুনেছি অথেক কথা কহিব[১] উপাম।
চিত্রাঙ্গদে স্থষ্টি কৈল চিত্রকূট নাম॥
চিত্রকূট কথা শুনি মুচুকুন্দ রাএ (রায়)।
কহিতে লাগিল পুনি পুলকিত গাএ॥
কোন মতে কৈল ব্যাধ শিবচতুর্দ্দশী।
কোন মতে হৈল ব্যাধ কৈলাশ নিবাসী॥ ২০০
আর অথ ব্রতকথা কহিবা বিশেষি।
কহিবা শিবের কথা শিবের দিবসি[২]॥
রাজা যদি জিজ্ঞাসিলো রুক্মিণীর পাশ।
কহিবারে লাগিলেন্ত বচন প্রকাশ॥
ব্যাধের প্রসঙ্গ কহি শুন প্রাণেশ্বর।
চিত্রসেন নাম এক ইন্দ্র বিদ্যাধর॥
নৃত্য করে চিত্রসেন ইন্দ্রের সমুখ।

(১) 'কহিব' স্থলে 'কি দিব'— পাঠান্তর।
(২) আর অথ ব্রতকথা কৈবা পরিশেষে।
কহিবা শিবের গুণ শিবের দিবসে॥—পাঠান্তর।

মোহিত ইন্দ্রের সভা দেখিআ কৌতুক ॥
হেন সমে (সময়ে) চিত্রসেনের তাল হইল ভঙ্গ ।
ব্যাধে হরিণ মারে দেখি লাগে রঙ্গ[1] ॥ ২০৫
ধ্যান মনে জানি ক্রোধে শাপে সুরপতি ।
ব্যাধ হইআ জন্ম গিআ পাপ দুষ্টমতি ॥
স্তুতি করি চিত্রসেন কহে জোড় হাতে ।
শাপের মুকুতি বর দেঅ সুরনাথে ॥
শাপের মুকুতি বর দিলেন সুরেশ্বর ।
ব্যাধ হইআ জন্ম গিআ চিত্র গিরিবর ॥
ভদ্রসেন মৃগ সঙ্গে হইবো দরশন ।
সেই দিন শাপমুক্ত তোরা দুইজন ॥
মৃগের ব্যাধের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ।
কহিমু সেই সব কথা শুন নৃপমণি ॥ ২১০
পুনি বোলে মুচুকুন্দ প্রিয়া সম্বোধিআ ।
ভদ্রসেন মৃগ হইল কিসের লাগিয়া ॥
সোআমী সম্বোধিআ পুণি বোলেন রুক্মিণী ।
কহিতে শুনিবা প্রভু মৃগের কাহিনী ॥
রুক্মিণীর কথা শুনি রাজা মুচুকুন্দ ।
হরি বোল হরি বোল মনে ভাবি ধন্ধ[2] ॥

---

(১) ব্যাধেহ হরিণ মারে দেখি সেই রঙ্গ —পাঠান্তর ।

(২) রুক্মিণীর কথা শুনি রাজা কুতুহলী ।
হরি বোল হরি বোল দক্ষিণ বাহু তুলি ॥—" ।

রুক্মিণী বোলেন প্রভু শুন সাবধানে।
মৃগের ব্যাধের কথা কৈব তোহ্মা স্থানে॥
জেই সব কহিলো মোরে মুনির রমণী।
কহিমু সে সব কথা শুন নৃপমণি॥ ২১৫
চিত্রসেন ব্যাধ হইলো বনের ভিতর।
নানা পশু হিংসা করে সে বন মাজার॥
আশে পাশে জথ পশু আছিলো কানন।
ব্যাধ হাতে হইলো সব পশুর নিধন॥
বৃন্দা (বিন্ধ্য ?) নামে গিরি ছিলো পৃথিবীর সার।
ভুবনদুর্ল্লভ বন দেখিতে সুসার॥
ব্যাধ যদি চলি গেলো বৃন্দা (বিন্ধ্য ?) গিরিবর।
ব্যাধের চরিত্র কহি শুন নরেশ্বর॥
কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্ব তনু বিকট দর্শন (দশন ?)।
পিঙ্গল মাথার কেশ পিঙ্গল লোচন॥ ২২০
অতিশয় অনাচারী দেখিতে ঘৃণা করে।
মাংস বিনে ভক্ষ্য নাহি উভা ধড়া পৈরে॥
জর্ম্মিছে অবধি ব্যাধ পশু হিংসা করে।
পশু মারি শূন্য কৈরি[1] বৃন্দা (বিন্ধ্য ?) গিরিবরে॥
হাতে শর ধনু ব্যাধ কাঁধে জাল দড়ি।
ত্রিভুবনে নাহি ব্যাধ সম দুরাচারী॥

---

(১) 'কৈরি' স্থলে 'কৈল'—পাঠান্তর।

মিথ্যাবাদী অনাচারী অতিশয় খল।
সুজন নিন্দিত সদাএ পাতকী প্রবল ॥
একদিন গেলো ব্যাধ মৃগ মারিবার।
সেই দিনের কথা কহি শুন নরেশ্বর ॥ ২২৫
বনে যদি চলি গেলো ব্যাধ দুরাচার[১]।
জাল পাতি ভ্রমে তবে কানন মাজার ॥
বিচারি সকল বন কৈল পাতি পাতি।
এক পশু না পাইলো আছে দৈব গতি ॥
ব্যাধ দেখি জথ পশু গেলো নানা স্থানে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ব্যাধ বেলি অবসানে ॥
দেবতার চরিত্র বুঝিতে পারে কোনে।
অকস্মাৎ বায়ু বৃষ্টি কৈলো মেঘবানে ॥
ঘরে গেলো দিনমণি রজনী প্রবেশ।
ঘোর অন্ধকার রাত্রি[২] চাপিলো বিশেষ ॥ ২৩০
অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত শিলা বরিষণ।
আকাশ ভরিআ হৈলো মেঘের গর্জ্জন ॥
বড় বড় বৃক্ষ সব বাতাসে ভাগিলো (ভাঙ্গিলো)।
ঠাঠাঘাতে বজ্রাঘাতে ভুবন কম্পিলো[৩] ॥

---

(১) বনে প্রবেশিল যদি ব্যাধ দুরাচার—পাঠান্তর।
(২) 'রাত্রি' স্থলে 'আসি'— " ।
(৩) ঠাঠার ঘাতে বজ্রপাতে ভুবন কাপাইল—" ।

ঘন ঘন বিজুলি চমকে চারি পাশ।
চাহিতে চমকে আখি জীবন নৈরাশ ॥
বাতাসে উড়াইআ জথ গাএ পড়ে শিল।
গ্রীবা ধরি মারে জেন কেহ উভা কিল ॥
নাকে মুখে কাণে বুকে শিলাবৃষ্টি পড়ে।
বেথাএ বিকল ব্যাধ বচন না সরে ॥ ২৩৫
মোহিত হইআ ব্যাধ পড়িলো ভূমিত।
কতক্ষণ বহি ব্যাধ পাইলো সম্বিহিত[১] ॥
চৈতন্য পাইআ ব্যাধ চারি দিগে চাএ।
মনে মনে চিন্তে ব্যাধ জীবনের উপায় ॥
মনেতে ভাবিআ ব্যাধ আজুকা মরণ।
পুত্র পরিবার ভাবি জুড়িলো ক্রন্দন ॥
হরগৌরী পাদপদ্মে বন্দিআ সানন্দে।
দ্বিজ রতিদেবে গাহে পাঞ্চালীর ছন্দে ॥

— o —

লাচাড়ি।

হাহা পুত্র পরিবার আজু হইলা ছারখার
আহ্মার হইবো কোন গতি।
এই ছেল বুকে রৈল জীতে আর না দেখিল
আহ্মার পোসাইল কাল রাত্রি ॥ ২৪০

(১) কতক্ষণ বাদে ব্যাধ পাইল সম্বিত—পাঠান্তর।

তোহ্মারা সমাইর[১] লাগি আহ্মি এথ দুঃখভাগী
মৃত্যুএ গ্রাসিলো আজু বনে।
এই সে রহিলো দুখ না দেখিলুম স্ত্রী মুখ[২]
মৈলে খাইবো শৃগালে শকুনে ॥
বিলাপিআ কান্দে ব্যাধ ভয়ে হইলো অবসাদ
কেনে আজু আইলুম এই বনে।
পোসাইলো কাল রাত্রি এবে হইবো কোন গতি
আজু প্রাণ রাখিমু কেমনে ॥
মোর কাল পূরি আইলো মৃত্যু নিশি আসি ভেল
দৈবে আজু না দেখি নিস্তার।
হাহা পুত্র পরিবার অনাথ হইলা বড়
পালে হেন বন্ধু নাই আর ॥
কান্দে ব্যাধ পড়ে লোহ[৩] শোকানলে গেলো মোহ
চৈতন্য লভিআ ভাবে মন।
সিংহ ব্যাঘ্র মৈষ হোতে এড়াইমু কোন মতে
কিরূপে রাখিমু প্রাণধন ॥
এই বৃক্ষে আজু বসি গোমাইমু সব নিশি[৪]
এই বুদ্ধি মনে কৈলো সার।

(১) সমাইর—সকলের।
(২) 'স্ত্রী' স্থলে 'কার'—পাঠান্তর।
(৩) লোহ—অশ্রু।
(৪) পোসাইব সকল নিশি—পাঠান্তর।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি নআনে না দেখি দৃষ্টি[১]
পদ বাড়াএ বিজুলি সঞ্চার ॥ ২৪৫
দেখি এক বৃক্ষবর অতিশয় উচ্চতর
লতাএ বেষ্টিত সব বন[২] ।
কে বুঝিব দেবের কাজ বিল্ববৃক্ষ সেই গাছ
অস্ত্র সমে ব্যাধ আরোহণ ॥
ঝিমাইআ পড়িব জবে অবশ্য মরণ হবে[৩]
জাগিআ পোসাব কোন বুদ্ধি ।
নিদ্রা নিবারণ হেতু পত্র ছিড়ে কালকেতু
বৃক্ষমূলে পেলাএ নিরবধি ॥
শিশির সংযোগে পাএ বিল্বপত্র পড়ে গাএ
আপনে সদয় ভোলানাথ[৪] ।
সেই তরুতলে এক শিবলিঙ্গ পরতেক
পত্র পড়ে লিঙ্গের উপর ॥
সেই দিন চতুর্দ্দশী গাছে ব্যাধ উপবাসী
জাগিয়া পোসাইলো সারা রাত্রি[৫] ।

---

(১) জাইতে না দেখি পথি— পাঠান্তর।
(২) 'সব বন' স্থলে 'সুশোভন'— " ।
(৩) 'হবে' স্থলে 'ভবে'— " ।
(৪) এই চরণটি ২য় পুথিতে নাই ।
(৫) 'সারা রাত্রি' স্থলে 'চারি প্রহর'— পাঠান্তর।

নিশি হইলো প্রভাত উদয় হইলো দিননাথ
হেন কালে প্রসঙ্গ মিলিলো[১] ॥
মৈষ পৃষ্ঠে আরোহিআ করে কালদণ্ড লৈআ
ধর্ম্মরাজ আইলো সেই স্থানে।
অকস্মাৎ যম দেখি ভয়ে ব্যাধ বুজে আখি
মোহ গিআ পড়িলো ধরণী। ২৫০
চৈতন্য লভিআ শেষে স্তুতি করে নানা ভাষে
দণ্ডবতে হইআ যুগপাণি ॥
ব্যাধে বোলে মহাশয় তোহ্মা দেখি লাগে ভয়
তোহ্মা পদে মাগম্ প্রাণদান।
তুহ্মি কোন দেবরাজ এথাএ কিবা আছে কাজ
ভয়েত কম্পিত পঞ্চ প্রাণ ॥
হাসি বোলে ধর্ম্মরাজ সাধিতে তোহ্মার কাজ
তুষ্ট হই দিতে আইলুম বর।
জেই বর মাগ তুহ্মি সেই বর দিব আহ্মি
আহ্মি যম তপন কোঅর ॥
ব্যাধে বোলে মুই পাপী জনম অবধি তাপী
কি গুণে সদয় হইলা মোরে।
যমে বোলে গেলো নিশি শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী
সেই পুণ্যে তোহ্মা পাপ নাশি[২] ।

(১) 'মিলিলো' স্থলে 'মিলে আসি'— পাঠান্তর।
(২) 'উপাস (উপবাস) আ ছিলা বৃক্ষের পর'—" ।

জেই জনে শিব পূজে　　অবিরোধে রাজ্য ভুঞ্জে
যম জিনি জাইবা কৈলাশ ॥
ব্যাধ মন হরষিতে　　বর মাগে জোড় হাতে
পশু শব্দ বুঝিবারে পারি।
এবমস্তু বোলি যম　　চলি গেলো নিজাশ্রম
রতিদেবে রচিলো লাচাড়ি ॥ ২৫৫

— • —

পআর।

তপনের তাপে ব্যাধ শীত গেলো দূর।
বর পাইআ ব্যাধ মনে হরিষ প্রচুর ॥
শীতে ভাতে জগ দুঃখ পাএ দুষ্টমতি।
সর্ব্ব দুঃখ দূরে গেলো হরষিত মতি ॥
যার জে স্বভাব ধর্ম্ম কভু নাহি ছাড়ে।
অঙ্গার ধবল নহে পাখালিলে ক্ষীরে ॥
কঠিন জনের চিত্ত কভু নহি ভাল।
সেই বনে পুনর্ব্বার ব্যাধে পাতে জাল ॥
জাল পাতি ঘরে গেলো ব্যাধ দুরাচার।
পশু নিরক্ষিআ রৈছে পুত্র পরিবার ॥ ২৬০

ইহার পর —
জাগিয়া পোসাইলা রাত্রি　　পূজা কৈলা উমাপতি
সেই পুণ্যে তোর পাপনাশ।—২য় পুথি।

(১) হরষিত মনে ব্যাধে—পাঠান্তর।

ব্যাধের রমণী যদি ব্যাধেরে দেখিলো।
পুত্র কন্যা সমে ঘরে আগুবাড়ি নিলো॥
ঘরে না আসিলা বাপু শিশু সবে বোলে[1]।
উপবাসী ছিলাম মোরা কালুকা বিকালে॥
প্রণমিআ বসাইলো ব্যাধের রমণী।
জল দিয়া পাখালিলো চরণ দুই খানি॥
স্বামী প্রণমিয়া বোলে মধুরসবাণী।
কালু কোথা ছিলা প্রভু না আসিলা কেনে[2]॥
শিলাবৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত ঘোরতর নিশি।
কেমতে আছিলা প্রভু বনে উপবাসী॥ ২৬৫
সিংহ ব্যাঘ্র মৈষ ভয় এ ঘোর কানন।
আহ্মি সবের ভাগ্যে প্রভু রহিছে জীবন॥
আহ্মারা সমাইর লাগি নিত্য ফির বনে।
তোহ্মার আপদ ঘুচে আমারা মরণে[3]॥
তোহ্মার আপদ[4] লৈআ মরি জাউক দুখ।
মরিআ জীলাম আজি দেখি চান্দমুখ॥

---

(১) শিশু সবে বোলে বাপু কালু কেনে না আইলে—পাঠান্তর।
(২) প্রভু প্রবোধিআ বোলে মধুর বচন।
কালু কথা ছিলা প্রভু ঘরে না আইলা কেন॥— " ।
(৩) তোহ্মার বলাই ঘুচে আহ্মি সবের মরণে— " ।
(৪) 'আপদ' স্থলে 'বলাই'— " ।

তৈল দিআ প্রাণনাথ স্নান কর ঝাটে।
চন্দ্রমুখ মলিন হইছে দেখি প্রাণ ফাটে॥
স্নান করি ভোজন করহ প্রাণনাথ।
ক্ষেণেক বিশ্রাম করি চিত্ত কর শান্ত॥ ২৭০
তৈল জে জাতিয়া ব্যাধের সর্ব্বাঙ্গেতে দিলো।
কলসীর জল দিআ স্নান জে করাইলো॥
জলপান সজ্জ[১] আনি দিলেক সাক্ষাত।
যাবত রন্ধন করি খায় (খাও) প্রাণনাথ॥
ঘরে গিয়া রন্ধন করিলো ব্যাধের নারী।
ভোজন করিলো গিআ ব্যাধ দুরাচারী॥
ব্যাধে বোলে প্রিয়া তোহ্মার মধুর বচনে।
পাসরিলুম সর্ব্ব দুঃখ কিছু নাহি মনে॥
ভোজন করিআ ব্যাধ বিশ্রাম না কৈল।
মৃগ মারিবারে ব্যাধ বনেতে চলিলো॥ ২৭৫
যুগপাণি হইআ বোলে ব্যাধের রমণী।
তুআ পদে নিবেদিলুম শুন এক বাণী॥
তুহ্মি বিনে লক্ষ্য নাহি শুন প্রাণেশ্বর।
আমি সবের[২] লাগি বনে ফির নিরন্তর॥
বনে আর না জাইঅ বসি থাক ঘরে।
দেশে দেশে মাগি আহ্মি পুষিব তোহ্মারে॥

---

(১) সজ্জ—সামগ্রী।

(২) 'সবের' স্থলে 'সভাইর'—পাঠান্তর।

না জানিএ কোন দিন পোসাএ কালরাত্রি।
বনে আর না জাইঅ প্রভু আহ্মার শপথি ॥
না শুনে ভার্য্যার বোল না দিল উত্তর।
বনে প্রবেশিলো ব্যাধ হাতে ধনুশর ॥ ২৮০
গাছে উঠি চাহে ব্যাধ মৃগ দেখে জথা।
ধনুর টঙ্কার করি খেদি জাএ তথা[১] ॥
এক প্রসঙ্গে প্রভু প্রসঙ্গ মিলন[২] ।
মৃগলুব্ধ মহা পোথা পীযুষ সমান ॥
বিধাতা খণ্ডাইতে নারে জে আছে কপালে।
এক মৃগ বন্দী হইলো কাল ব্যাধ-জালে ॥
দুরন্ত ব্যাধের জালে পড়িলো বান্ধিআ।
ছন্ন হইআ[৩] পড়ে মৃগ অচৈতন্য হইআ ॥
মৃগের বচন[৪] মৃগী শুনি দুরে থাকি।
হিয়া ঘাও দিআ কাদে[৫] প্রভু প্রভু ডাকি ॥ ২৮৫
নিকটে লুকাইয়া ব্যাধ পাতিআছে ফান (ফান্দ)[৬] ।
কাদিতে কাদিতে মৃগী আইলো মৃগের স্থান ॥

(১) ধনু টঙ্কারিয়া খেদি লইআ জাএ তথা—পাঠান্তর।
(২) এক প্রসঙ্গে প্রভু প্রসঙ্গ মিলে আন .. " ।
(৩) 'ছন্ন হইআ' স্থলে 'শবদ করি' .. " ।
(৪) 'বচন' স্থলে 'শব্দ' . " ।
(৫) 'কাদে' স্থলে 'আইসে' .. " ।
(৬) 'ফান' স্থলে 'জালখান' .. "

হরষিতে বোলে পুনি রাজা মুচুকুন্দ।
তোহ্মার মুখের কথা শুনিতে আনন্দ ॥
মৃগেরে দেখিআ মৃগী কি বোল বোলিলো।
দুই জনে বিলাপিআ শেষে কিবা কৈল ॥
হরিণী আসিলো যদি কান্দিআ কান্দিআ।
দেখ কি বোলিলো ব্যাধ বনে লুকাইআ ॥
কহিবা সকল কথা না কর আলস্য।
সাধু সাধু প্রিয়া তোহ্মার বচন রহস্য ॥ ২৯০
রুক্মিণী বোলেন প্রভু শুন দিআ চিত্ত।
মৃগেরে দেখিআ তবে মৃগী মোহচিত্ত[১] ॥
কপালেতে কর দিআ হিয়া কুটে হাতে।
জাল ছিড়িবারে চাহে কামড়াইআ দাতে ॥
ব্যাধ জে আসিবো বোলি পাড়ে উভা লড়।
প্রভু প্রভু বোলি কাদে হিআ জর জর ॥
কাদিতে কাদিতে মৃগী হইলো আকুল।
প্রভু সম্বোধিআ মৃগী বিলাপে বহুল ॥
আজু কালরাত্রি প্রভু পোসাইল তোহ্মার।
দারুণ ব্যাধের হাতে হইলা সংহার ॥ ২৯৫

---

(১) এই পদের পর—
স্বামীর বন্ধন মৃগী দেখিআ নআনে।
কিরূপ করিল প্রিয়া কহ মোর স্থানে ॥—২য় পুথি।

(২) মৃগের বন্ধন দেখি মৃগী মোহচিত—পাঠান্তর।

চৈতন্য লভএ প্রভু ঘরে চলি জাই।
কি জানি কপালে আজ্ঞি লেখিছে গোসাই॥
সম্মতি না দেঅ কেনে অএ (অয়ে) প্রাণেশ্বর।
আহ্মা ছাড়ি কোথাএ জাও শূন্য একেশ্বর॥
তুহ্মি বিনে কে পালিবো বাল্য শিশুগণ।
তোহ্মার মরণে আহ্মি সবের মরণ॥
প্রভুরে লইআ কোলে মৃগী সুবদনী।
মুখে মুখ দিআ কাদে আখির পড়ে পানি॥
উজ্জ্বল মন্দির মোর করি অন্ধকারি[১] ।
অকস্মাৎ কোন বিধি লৈআ জাএ হরি॥ ৩০০
কেবা হরি নিলো মোর পূর্ণিমার চান্দ।
সোণার শরীরে প্রভু কেবা দিলো বান্ধ॥
আহ্মার পোসাইলো যেন আজু কালরাত্রি।
কাল ব্যাধের হাতে বন্দী হইলো প্রাণপতি॥
যদি সে না পাইলো মৃগী মৃগের চৈতন্য।
মাথে হাত দিআ মৃগী জুড়িলো ক্রন্দন॥

—০—

(১) 'করি অন্ধকারি' স্থলে 'অন্ধকার করি'—পাঠান্তর।

লাচাড়ি।

রাগ ভাটিয়াল।

কান্দে মৃগী লোটাইয়া ধরণী।
মৃগের চরণে ধরি বাহে মৃগী গড়াগড়ি
বুক বাহি পড়ে আখির পানি॥
কেনে কাল বনে আইলা ব্যাধ হাতে প্রাণ দিলা
মোকে বাম হইলো ভগবান।
বনে খাই তৃণ পানি অপকার নহি জানি
কেনে বিধি এথ বিড়ম্বন॥ ৩১৫
উঠ উঠ প্রাণনাথ অখনে আসিবো ব্যাধ
ঝাটে উঠ চলি জাই ঘর।
মোর প্রভূ সঙ্গে রঙ্গ কোন বিধি কৈল ভঙ্গ
পলকে হরিল প্রাণেশ্বর॥
বহু বিধি বিলাপিআ দুই হাতে হানে হিআ
চৈতন্য লভিল মৃগবর।
মৃগীরে সমুখে দেখি সজল যুগল আখি
ধীরে ধীরে দিলেক উত্তর॥
সবে মাত্র বহে শ্বাস লাড়িতে * না পারে পাশ
প্রিয়া সম্বোধিআ কহে বাণী।

---

* লাড়িতে—নাড়িতে

বেথা সম্বরিআ মৃগে   কহেন মৃগীর আগে
শুন শুন প্রিয়া সুবদনি ॥
এই মোর শুভ লেখা   তোক্ষা সঙ্গে হইল দেখা
মৈলে এবে জীবন সাফল ।
তুহ্মি পতিব্রতা সতী   আহ্মাতে ভকতি অতি
তুহ্মি পুণ্যবতী গঙ্গাজল ॥
শীঘ্র কোল দেঅ মোরে   জথ দুঃখ জাউক দূরে
তবে কিছু পারি বোলিবার ।
বিধাতা লেখিছে জে   খণ্ডাইতে পারে কে
জর্ম্ম মৃত্যু ধরিছে সংসার ॥   ৩১০
তুহ্মি পতিব্রতা সতী   ধর্ম্মেতে রাখিঅ মতি
ব্রত ধর্ম্ম করিঅ সদাএ ।
আহ্মার বাসনা ছাড়ি   শীঘ্র জাও নিজ পুরী
ব্যাধ আইলে মারিবো তোহ্মাএ ॥
মোর মুখে মুখ দিআ   সুখে নিদ্রা গেলা শুইআ
এখনে হইলো একেশ্বর ।
পরপতি দরশনে   দহিব মদন বাণে
কামে তনু হইবো জর্জ্জর ॥
ব্যাধ দরশন পাইলে   মারিবেক শরজালে
বন্ধু নাই করিতে নিস্তার ।
মাতা পিতা শিশুগণ   পালিবা জে যত্নমন
সেই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা তোহ্মার ॥

প্রাণ জাইতে তোহ্মার মুখ   না দেখি রহিবো দুখ
এই দুঃখ রহিল আহ্মার।
মোর সঙ্গে প্রাণ দিতে   কেনে ধরাইলা[1] চিতে
তুহ্মি মৈলে মর্জ্জিবো সংসার॥
আহ্মার মাথাটি খাও   কোল দিআ ঘরে জাও
মৈলে আর নাই দরশন।
দিআরে মেলানি মোরে   এড়ি জাইতে প্রাণি পোড়ে
গোপীনাথসুতে সুরচন॥   ৩১৫

✻

পয়ার

মৃগী বোলে প্রাণনাথ কর অবধান।
তোহ্মার চরণ বিনে গতি নাই আন॥
জে সব কহিলা মোরে করুণা করিআ।
আছে প্রাণ উড়ি গেলো শোকে জর হিআ॥
আহ্মার বচন প্রভু করম নিবেদন।
তোহ্মা সঙ্গে প্রাণ দিতে ধরাইলুম তখন[2]॥
তোহ্মারে বন্ধনে থুইআ ঘরে চলি জাইমু।
ঘরে গিআ অভাগিনী কার মুখ চাইমু॥

---

(১) 'ধরাইলা' স্থলে 'দড়াইলা'   পা।১।৩

(২) তোহ্মার চরণ প্রভু করোম নিবেদন।
তোহ্মা সঙ্গে প্রাণ দিমু দড়াইলুম মন।

এমত বিপদ কালে তোহ্মারে ছাড়িআ।
কোন্ সুখে ঘরে জাইমু বজ্র মোর হিআ॥ ৩২০
মাতা পিতা সুতাসুত আর বন্ধু জন।
স্বামী সম বন্ধু নাই এ তিন ভুবন॥
আর জথ ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত নহে সার[1]।
স্বামী সেবা কৈল্লে নারী লোকেত উদ্ধার॥
স্বামী সেবা ছাড়ি নারী অন্য দেব পূজে।
গঙ্গাজল ছাড়ি যেন কূপা ডুবি মর্জ্জে॥
স্বামী সেবা কৈল্লে তুষ্ট জথ দেবগণ।
স্বামী সে পরম বন্ধু জানএ আপন[2]॥
কি করিব বাপ ভাই জথেক বান্ধব।
তিল আধ স্বামী বিনে নারীর লাঘব॥ ৩২৫
তোহ্মা বান্ধি নিব ব্যাধ আহ্মা বিদ্যমান।
আহ্মিঅ (আমিও) পলাইআ জাইবো কাহার পরাণ[3]॥
তোহ্মা হোতে প্রাণ মোর কথ বড় ধন।
তোহ্মা এড়ি পলাই জাইমু রাখিতে জীবন[4]॥
ত্রিভুবনের জথ দুঃখ সহিবারে পারি।
স্বামীর তিলেক দুঃখে মরে সতী নারী॥

---

(১) আর জপ ব্রত ধর্ম্ম কিছু নহে সার — পাঠান্তর।
(২) স্বামী সম বন্ধু নাহি এ তিন ভুবন— ”।
(৩) তোহ্মা বান্ধি নিব ব্যাধ আহ্মার বিদিত।
আহ্মি পলাইআ জাইমু মনে ভাবি ভীত“—”।
(৪) তোহ্মা এড়ি প্রাণ লইআ করিমু গমন— ”।

এমত চণ্ডাল প্রাণ ধরে কোন জন।
বিপদে স্বামীরে ছাড়ি রাখিতে জীবন ॥
পতিব্রতা নারী সবে সহমৃতা জাএ।
অনুমৃতা জাএ যদি স্বামীরে না পাএ ॥ ৩৩০
আহ্মি তোহ্মা সজীব ছাড়িব কোন মতে।
তোহ্মা সঙ্গে প্রাণ দিমু ধরাইলুম চিত্তে[1] ॥
উমাপতি[2] দুঃখে কান্দে পর পূর্ব্ব নারী। (?)
স্বামার অধিক সেবে লাজ ভয় ছাড়ি ॥
তাহা হোন্তে অধিক জে কৈল্লা প্রাণেশ্বর[3]।
তোহ্মারে বন্ধনে থুইয়া আহ্মি জাইমু ঘর ॥
মোর সম পাপ মূঢ় নাই ত্রিভুবন[4]।
তোহ্মা ছাড়ি জাইব আমি রাখিতে জীবন ॥
ব্যাধতে কহিব আহ্মি বহুল বিনয়।
তবে যদি ব্যাধে মোরে না হএ সদয় ॥ ৩৩৫
তোহ্মার বদলে প্রাণ দিব তার হাতে।
তবে যদি তোহ্মারে না পারি উদ্ধারিতে[5] ॥

---

(১) 'ধরাইলুম চিত্তে' স্থলে 'করিলুম নিশ্চিন্তে' —পাঠান্তর।
(২) 'উমাপতি' স্থলে 'উপপতি' ... .. " ।
(৩) তাহাতুন অধিক মোরে কৈলা প্রাণেশ্বর ... " ।
(৪) মোর সম সতী নাহিক ত্রিভুবন ... ... " ।
(৫) তবে যদি তোহ্মা মুঞি না পারো উদ্ধারিতে — " ।

তোহ্মা আগে প্রাণ দিমু কহিলুম নিশ্চিতে।
না দেখিমু তোহ্মার দুঃখ নআন বিদিতে ॥
আহ্মি হেন পাপী নারী মরি বলাই লৈআ।
তথাপি বাহুড় প্রভু বোলি আরাধিআ ॥
প্রতিজ্ঞা করিলো প্রভু তোহ্মার চরণ।
সাক্ষী হৈঅ ইন্দ্র দেব প্রভু পঞ্চানন ॥
তোহ্মা ছাড়ি কদাচিত অন্য নাহি গতি[১]।
অঘোর নরকে মোর হউক বসতি ॥ ৩৪০
ব্রহ্মবধ গোবধ জে স্ত্রীবধে পাতক।
প্রাণী বধের জথ পাপ হিংসএ অহিংসক ॥
এ সব পাপের পাপী যদি তোহ্মা ছাড়ি।
তোহ্মার মরণে মৃত্যু শুন অধিকারী ॥
মৃগের মৃগীর কথা জথেক আছিল।
বনে লুকাইয়া ব্যাধ সকল শুনিল ॥
মনে মনে পাপভরে চিন্তা করে ব্যাধ।
অহিংসক হিংসা করি বিনি অপরাধ ॥
মৃগের মৃগীর কথা হইলো অবসান।
দরশন দিলো ব্যাধ হাতে ধনুর্ব্বাণ ॥ ৩৪৫
ব্যাধেরে দেখিআ মৃগী চমকিত হইল।
স্বামী পাছু করি মৃগী সমুখে দাড়াইল ॥

(১) 'অন্য নাহি' স্থলে 'হই অন্য' পাঠান্তর।

ব্যাঘ্রেতে ভেটিল যেন হরিণ শূকর।
তেন মতে ভেটে মৃগী ব্যাধের অন্তর[1] ॥
রুক্মিণী বোলেন প্রভু শুন মন দিআ।
মৃগীএ ব্যাধেরে কহে পদেতে ধরিআ ॥
সাধু সাধু বোলি ব্যাধ বাখানে হরিণী।
পশু জাতি হইআ দেখ এথ বর জ্ঞানী ॥
রাক্ষসের আগে যেন মনুষ্য ভেটিল।
মৃগেন্দ্র সমুখে যেন করিবর রৈল ॥ ৩৫০
সেই মতে প্রাণভয় ছাড়িয়া হরিণী।
ব্যাধের সমুখে রৈল জুড়ি দুই পাণি ॥
রাজাএ বোলে কহ প্রিয়া অপূর্ব্ব কাহিনী।
অতি সতী পতিব্রতা মৃগের রমণী ॥
ব্যাধ আর মৃগ যদি হইল দরশন।
সেইখানে কি বোলিলো কহত বচন[2] ॥
রুক্মিণী বোলেন প্রভু কর অবধান।
হরগৌরীর পাদপদ্মে রতিদেবে গান ॥

—০—

বুজিতে হরিণী মন ব্যাধ দুরাচার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি ধনুকে টঙ্কার ॥ ৩৫৫

---

(১) 'অন্তর' স্থলে 'গোচর' … … পাঠান্তর।
(২) আছিল কেমত কথা কহত কারণ — " ।

সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত মৃগ তৃণ হেন মন[১] ।
মরণের ভয় ছাড়ি করএ স্তবন ॥
স্বামী পাছে করি মৃগী হৈল দণ্ডবৎ ।
বিধিএ লেখিছে মৃত্যু তোহ্মা হস্তগত[২] ॥
বোল দুই চাবি কহি কর অবধান ।
জে কর করিবা পাছে তুহ্মি পুণ্যবান ॥
আহ্মা দুই জনের তুহ্মি বিধাতা স্বরূপ ।
প্রাণ লৈআ দিতে পার তুহ্মি গুণযুৎ[৩] ॥
আজু আহ্মা দুই জন করিতে সংহার ।
রাখে হেন বন্ধু নাই পৃথিবী ভিতর ॥ ৩৬০
সদয় হইআ যদি দেঅ প্রাণ দান ।
নিষেধিতে নারে কেহ শুন পুণ্যবান ॥
সহায় নাহিক মোর গোহারি করিমু ।
হেন শক্তি নাই মোর বলে পরাজিমু ॥
তালাইস[৪] করিতে বন্ধু নাই ত্রিভুবন ।
মৈলেহ কান্দিতে নাই শোক ভাবি মন ॥

---

(১) সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত মৃগীর স্থির নহে মন—পাঠান্তর ।
(২) বিধিএ পণ্ডিত কৈল তুয়া হস্তগত .. . " ।
(৩) আহ্মার হইলা তুহ্মি বিধাতা পুরুষ ।
প্রাণ লৈতে দিতে পার বুঝি গুণ দোষ ॥— " ।
(৪) 'তালাইশ' স্থলে 'উপকার' ... . " ।

কেবল অনাথ মোরা আর পশু জাতি।
অপকার নাহি করি অরণ্যে বসতি ॥
জেবা যারে হিংসা করে আছে হিংসিবার।
অহিংসক হিংসা কৈলে সবংশে সংহার ॥ ৩৬৫
মধু কৈটভ হিরণ্যকশিপু মহাবল।
অহিংসক হিংসা করি গেল রসাতল ॥
মৈষাসুর শুম্ভ আর নিশুম্ভ দুর্ব্বার।
অহিংসক হিংসা করি সবংশে সংহার ॥
ত্রিভুবনবিজয়ী আছিলো দশানন।
অহিংসক হিংসা করি সবংশে নিধন ॥
অহিংসক হিংসি কংস সবংশে মজ্জিল।
হিংসার কারণে কুরু বলক্ষয় হইল[১] ॥
কথেক কহিতে পারি শুন মহাশয়।
সাধু সবের কথা কহি তোহ্মার পাশএ ॥ ৩৭০
আপনার বিপদেতে পর উপকার[২]।
সাধু সকলের জান এই সে আচার ॥
সাধু সবে ভ্রমে তীর্থ পুণ্য করিবার।
দরশনে যশ হএ পুণ্যের নিস্তার ॥
রাজাএ কাটিতে চাহে অপরাধ পাইআ।
সাধু পাত্রে রাখে তারে নিজ শির দিআ ॥

---

(১) 'বলক্ষয় হইল' স্থলে 'বংশক্ষয় পাইল' - পাঠান্তর।
(২) আপনার দুঃখ বাঞ্ছি পর উপকার .. .. " ।

বন্ধনে দেখিলে সাধু সবে মুক্ত করে।
আপনার পুণ্য দিআ পাতকী উদ্ধারে ॥
কাতর হইয়া যদি লইল শরণ।
তার লাগি প্রাণ দেহি জেবা সাধু জন ॥ ৩৭৫
সাধু রামের ছায়া লৈল সুগ্রীব বিভীষণ।
দুহানেরে দিল রাজ্য করি প্রাণপণ ॥
আপনে পণ্ডিত ব্যাধ বুঝাইবো কোনে।
আপনার প্রাণ যেন ভাবি চাহ মনে ॥
কাতর হইআ আহ্মি কহি তোহ্মা স্থান।
একবার প্রাণনাথ মোরে দেঅ দান ॥
প্রাণদান অভয় দান এই দুই প্রধান।
শরণ লইআ মাগম শুন পুণ্যবান ॥
যদি সে নিষ্ঠুর হও দয়া নাই চিত্তে।
প্রভুর বদলে আহ্মা নেঅ সুনিশ্চিতে ॥ ৩৮০
আহ্মা পাইআ যদি সে না ছাড় প্রাণেশ্বর।
স্ত্রীবধ দিব ব্যাধ তোহ্মার উপর ॥
প্রভুর মরণ যেন না দেখি নআনে।
স্বামী দান মাগম্ ব্যাধ তোহ্মার চরণে ॥
শরণ লইলে জেবা করএ সংহার।
চারি যুগে পাপ ভোগ বেদে কৈছে সার ॥

---

(১) আপনার পুণ দিয়া পাতকী উদ্ধারে—পাঠান্তর।

মুগপাণি হইআ বোলি তৃণ ধরি দন্তে ।
একবার স্বামী দান দেঅ মতিমন্তে ॥
কাদিতে কাদিতে মৃগী ধরে ব্যাধের পাএ ।
স্বামীর বন্ধন দেখি আখি ফাটি জাএ ॥ ৩৮৫
ধর্ম্মের দোহাই ব্যাধ কর উপকার ।
জগত ভরিয়া কীর্ত্তি রহিব তোহ্মার ॥
এবে যেই যুক্ত হএ কর সেই কাম ।
পুনি পুনি তোহ্মার পদে স্বামী মাগম্ দান ॥
মৃগীর শুনিআ হেন বচন বিনয় ।
করুণা হইলো তবে ব্যাধের হৃদয় ॥
ব্যাধে বোলে মৃগী মোর এড় দুই পাও ।
স্বামী দান পাইবা যদি ধর্ম্মকথা কহ ॥
পদ হোস্তে হরিণীরে তুলিলো ধরিআ ।
মৃগীতে জিজ্ঞাসে ব্যাধ বিনয় করিআ ॥ ৩৯০
মধুকৈটভ মৈষাসুর শুম্ভ জে নিশুম্ভ ।
হিরণ্যকশিপু আর কংস জে কৌরব ॥
কথাতে শুনিছ তুহ্মি এ সব কাহিনী ।
কহিবা সকল কথা শুনহ হরিণী ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য হএ কোন মতে ।
কহিবা সকল কথা আহ্মার বিধিতে (বিদিতে) ॥

(১) পুনি পুনি তুহ্ম পদে স্বামীদান চাহাম—পাঠান্তর
(২) [illegible]

কোন মতে পাপপুণ্য হএ উপচয়।
কোন মতে দুহার জে হইলো প্রলয় (প্রণয় ?) ॥
মৃগী বোলে ব্যাধ তুহ্মি বড় পুণ্যশীল।
প্রাণনাথের প্রাণ জাএ পাশ কর ঢিল ॥ ৩৭৫
পাশ ঢিল করিলেক মৃগীর বচনে।
দ্বিজ রতিদেবে কহে শঙ্করচরণে ॥

———*———

লাচাড়ি

ব্যাধের বচন শুনি মৃগীএ কহেন পুনি
শুন ব্যাধ বচন আহ্মার।
আছিলাম ব্রহ্মার পাশ শুনিআছি ইতিহাস
মুনি সবে করিতে বিচার ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জেবা করে পরলোকে পাএ তারে
বিনি ভোগে না জাএ খণ্ডন।
জে কিছু আপনা দেখ মনেতে ভাবিআ লেখ
মিছা ধন পুত্র পরিজন ॥
অসার সংসার লাগি মরে দুস্ট পাপ ভোগি
পরিণাম না চিন্তিআ মনে।

* * * *

(১) কোন মতে এই দুই হইব প্রলয়। —পাঠান্তর
(২) পরিণাম না ভাবিআ চিতে।
জে জন সুজন হএ ভাবি পরিণাম ভয়
হরির নাম ভাবে এক চিতে ॥ —পাঠান্তর।

পাপ পুণ্য উপচয় যেন মতে হইলো (হএ) ক্ষয়
সে সব কহিবো তোক্ষা স্থান।
শঙ্কর কমল পদে অলিরূপে রতিদেবে
ঘুরি ঘুরি মধু করে পান॥ ৪০০

—o—

পয়ার।

খর্ব্ব ছন্দ।

একমনে শুন ব্যাধ না হই অন্যমন।
যেন মতে পাপপুণ্য হইলো উপাসন[1]॥
যেন মতে সৃষ্টি স্থিতি কৈল প্রজাপতি।
যেন মতে মৃত্যু-নারী হইলো উৎপত্তি॥
কহিবো সকল কথা শুন দিআ মন।
প্রভুর আজ্ঞাএ ব্রক্ষা সৃজে ত্রিভুবন॥
সৃজিবারে জানে ব্রক্ষা না জানে সংহার।
রসাতলে জাএ খিতি না সএ (সয়) দুষ্টভার॥
ব্রক্ষার জে স্থানে খিতি গোহারি করিলো।
ক্রোধে ব্রক্ষা দেব সনে যজ্ঞ আরম্ভিলো॥ ৪০৫
সেই যজ্ঞে এক কন্যা হইলো উৎপত্তি।
মৃত্যুনারী বোলি ব্রক্ষা সমর্পিলা ক্ষিতি॥

---

(১) 'উপাসন' স্থলে 'উৎপন'··পাঠান্তর।

আজি হোস্তে কন্যা তুহ্মি সব অধিকার।
অথেক প্রাণীরে তুহ্মি করিবা সংহার ॥
কাল পাইয়া মরিবেক অকালে অনিষ্ট।
ছোট বড় নাই তাত জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ॥
ব্রহ্মার চরণে কন্যা বোলে করম্পুটে।
এই কর্ম্ম করিতে প্রভু মোর প্রাণি ফাটে ॥
পুরুষ মারিবো তার নারী হইবো রাড়ি।
স্বামী শোকে কান্দিবেক কুহরি কুহরি ॥ ৪১০
এমত দারুণ কর্ম্ম পোড়ে মোর হিআ।
হাহা প্রাণনাথ বোলি মরিবো কান্দিআ ॥
একে পতি শোকানলে আর কাম চিত্তে।
কথ নিবারিব[১] দুঃখ গালি দিব নিত্যে ॥
পিতা মাতা কোল হোস্তে সুত নিব হরি।
হা হা পুত্র কন্যা বোলি মরিবো কুহরি[২] ॥
অনাথ হইআ কথ ভ্রমিবো কান্দিআ।
শৃগালে শকুনে খাইবো নিলক্ষ্য পাইআ ॥
সুতাসুত কান্দিবেক মাতা পিতার শোকে।
পালিতে পুষিতে নারি মরিবেক দুঃখে ॥ ৪১৫

---

(১) 'নিবারিব' স্থলে 'সম্বরিব'—পাঠান্তর।
(২) মাতা পিতার কোল হোস্তে সুতাসুত নিব।
হাহা পুত্র কন্যা বোলি কান্দিআ ভ্রমিব ॥—পাঠান্তর।

অন্য জন নিযোজন কর প্রজাপতি।
এমন দারুণ কর্ম্মে প্রাণ পোড়ে অতি ॥
তবে ব্রহ্মা কন্যা স্থানে বোলিলেক রোষে[১]।
নির্ব্বন্ধে মরণ হইবো নিজ কর্ম্মের দোষে ॥
তপনতনয় যম ধর্ম্ম অবতার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিবারে তাহান বিচার[২] ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এ চারি সৃজিলা।
জথেক প্রাণীর তরে সমর্পণ কৈলা ॥
কুশ দ্বীপে গেলা ব্রহ্মা[৩] লৈআ পরিবার।
মৃত্যুরূপে মৃত্যুনারী ভ্রমএ সংসার ॥ ৪২০
আছিলেক মৈষাসুর ত্রিভুবন পতি।
মৃত্যুএ সংহার কৈল নিমেষে সগতি[৪] ॥
শুম্ভ জে নিশুম্ভ আর মান্ধাতা প্রভৃতি।
একা মৃত্যু সংহারিল সসৈন্য সংগতি ॥
আর কথ সংহারিলো কথো কৈতে পারি।
খণ্ডাইল পৃথিবীর ভার একা মৃত্যুনারী ॥
মৃত্যুনারী করে জথ প্রাণীর সংহার।
পাপপুণ্য ধর্ম্মরাজে করেন বিচার ॥

---

(১) তবে ব্রহ্মাএ কন্যা প্রতি বলিলেন্ত রোষে—পাঠান্তর।
(২) তপন … … পরায়ণ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম … … কৈলা নিযোজন ॥— " ।
(৩) 'ব্রহ্মা' স্থলে 'যম' … … … " ।
(৪) একা মৃত্যু সংহারিল সসৈন্য সংগতি … … " ।

পাতকীর কথা কহি কর অবধান।
যেন মতে পাতকীএ পাএ অপমান ॥ ৪২৫
আছএ চৌরাশী লক্ষ নরক দুর্গম।
এহার অধীন[১] চারি নরক অধম ॥
প্রথমে রৌরব জান শতেক প্রহর।
বিষ্ঠাএ পূর্ণিত ঘোর অন্ধকার বড় ॥
সহস্র যোজন নরক হস্তীকর্ণ নাম।
নিশি দিশি পরিচয় নাই সেই ঠাম ॥
লক্ষ যোজন জুড়ি নরক কুম্ভীপাক।
সদাএ কোলাহল করে মারো মারো ডাক ॥
অযুত প্রহর বাট নরক খড়গধার।
নিরবধি পাতকীর শুনি হাহাকার ॥ ৪৩০
যমের দক্ষিণ দ্বারে নরক নির্ম্মাণ।
আর তিন দ্বার তান অধিক পুণ্যস্থান ॥
চারি দ্বার কথা কহি তোহ্মার বিদ্যমানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুজিআ রাখয় সেই স্থানে[২] ॥
প্রথমে নরকের কথা কহিমু তোহ্মাতে।
পাপী সবের পাপ ভোগ যার জেই মতে ॥
হৃদয়ে জন্মিবো জ্ঞান ছাড়িব কুবুদ্ধি।
ধর্ম্ম পন্থে মতি হইলে কার্য্য হইবো সিদ্ধি ॥

---

(১) 'অধীন' স্থলে 'প্রধান' ... ... পাঠান্তর।
(২) ধর্ম্মাধর্ম্ম বুজি যমে রাখে জেই স্থানে ॥ ... " ।

হরগৌরী পাদপদ্মে বন্দিআ সানন্দে।
দ্বিজ রতিদেবে গাহে পাঞ্চালীর ছন্দে॥ ৪৬৫

—০—

লাচাড়ি।

যমের দক্ষিণ দ্বার অবিশ্রাম হাহাকার
যেন ডাকে সমুদ্রের জল।
সদাএ ঘোর অন্ধকার নিশিদিশি কাট মার
রাত্রি দিন করে হাহাকার[১]॥
বৈতরণী মহানদী অগ্নি জ্বলে নিরবধি
রক্ত মাংস অস্থিএ পূর্ণিত।
ক্ষুরের সাঁকোআ[২] চড়ি কেশের ধরনি[৩] ধরি
তবে জাএ যমের পুরীত॥
সেই নদী পার হইলে জাইতে পারে যমপুরে
জথ প্রাণী সব হএ পার।
পাপী সব ছিড়ি পড়ে সর্ব্বাঙ্গ বিঁধএ ক্ষুরে
অগ্নিমধ্যে করে হাহাকার॥
তাতে জথ পাপী পড়ে গ্রীবা কামড়াইআ ধরে
কীট সবে করে টানাটানি।

(১) রাত্রি দিনে শুনি কোলাহল—পাঠান্তর।
(২) সাঁকোআ—সাঁকো (Bridge)।
(৩) ধরনি—যাহা ধরিয়া সাঁকো পার হওয়া যায়।

হস্তপদ নাসা কর্ণ ছিড়ি করে খণ্ড খণ্ড[১]
এইরূপে লঅস্তি পরাণি ॥
সাঁচুরিআ[২] উঠে কুলে ক্রোধে দূতে ধরে চুলে
ঢেক্কা দিআ পেলাএ বৈতরণী।
মাথাএ মুষল মারে রক্ত পড়ে পঞ্চধারে
গেলে প্রাণ না আইসে ফিরিআ[৩] ॥ ৪৪০
এমনি ব্রহ্মার বরে প্রাণি গেলে প্রাণি ধরে
তাড়না করএ অদভুত।
ডাম্মুশ হুলানি[৪] জোকে বেড়ি খাএ নাকে মুখে
অবিশ্রাম বেড়ি মারে দূত ॥
কার গলে দিআ দড়ি কাহার অঙ্গুলে ধরি
নানা অস্ত্রে করএ প্রহার।
অতিশয় ঠেলা দিআ যমেরে ভেটায়ে নিআ
তবে যমে করএ বিচার ॥
জেবা জেই কর্ম্ম করে চিত্রগুপ্ত লেখে তারে
বুঝিআ করএ ফলাফল।
আছএ চৌরাশী লক্ষ নরক প্রধান শক্য[৫]
তাতে জাএ পাতকী সকল ॥

(১) হাত পাও নাক কান ছিঁড়ি করে খান খান—পাঠান্তর।
(২) সাঁচুরিআ—সাঁতারিয়া ... ... " ।
(৩) গেলে প্রাণ আইসে পুনি পুনি ... ... " ।
(৪) ডাহাস উল্লাসি ... ... " ।
(৫) 'প্রধান শক্য' স্থলে 'পরম অশক্য' ... " ।

চারি নরকের বাণী কহিব জে তত্ত্ব জানি
জেই পাপের যেমন তাড়না।
সেই সব কথা কহি শিব পদ শিরে লই
গোপীনাথ-সুত সুরচনা॥

—০—

পয়ার।

যমক ছন্দ।

মৃগী বোলে শুন ব্যাধ এক মন চিতে।
চারি নরকের কথা প্রমাণ সহিতে॥ ৪৪৫
পূর্ব্বে জে কহিছি কথা না হও অন্যমন[১]।
তাতে জেই পাপী জাএ শুন দিআ মন॥
ব্রহ্মবধ গোবধ জে স্ত্রীবধ করিছে।
মিত্রবধ গুরুবধ ব্রহ্মস্ব হরিছে॥
আপনে করিছে দান নতু অন্য জনে।
সেই সব হরে জেবা ধর্ম্ম ছাড়ি মনে॥
মাতৃকুল পিতৃকুল করিআ সঙ্গতি।
ক্রিমি হইআ বিষ্ঠা ভোগ করে প্রতিনিতি॥
দেবস্ব হরএ কিবা স্থাপ্য করে চুরি।
রজত কাঞ্চন হরে সীমা লৈ জাএ হরি॥ ৪৫০

---

(১) 'অন্যমন' স্থলে 'বিস্মরণ'—পাঠান্তর।

কামে মত্ত হইআ হরে গুরু গৌরবিত।
বল করি ধরে কিবা অন্য জন সহিত ॥
অবিরত মারে তারে যমের কিঙ্করে।
হাহাকার শব্দ তাতে উঠে নিরন্তরে ॥
সৃজিয়া লোহার তোলা অগ্নিমধ্যে পোড়ে।
সেই কন্যা সেই পুরুষ সেই রূপে ধরে ॥
সেই কন্যা লৈআ তারে করাএ আলিঙ্গন।
মুখ বুক পুড়ি উঠে দগধে সঘন ॥
মরিআ মরিআ তবে পুনি উঠে জীআ।
বেড়িআ মারন্ত দূতে নানা অস্ত্র লৈআ ॥ ৪৫৫
দূত সবে বোলে পাপী হর পরনারী।
এ বোলিআ মাথাএ মারে মুষলের বারি ॥
নাসা কর্ণ কেশ কাটা চৌক চৌক শরে।
সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া পড়ে রক্ত পঞ্চ ধারে ॥
এহা হোন্তে নারী লোকের অধিক তাড়না।
রাত্রি দিনে নারী লোকের বিষম যন্ত্রণা ॥
জাটি জে ঝগড়া পোড়ে (পাড়ে ?) তাতে অগ্নি জ্বলে।
সেই অগ্নি মুখে বুকে ভেজাএ কপালে ॥
অকুমারী নারী হরে সতীব্রতা ভাঙ্গে।
গুর্ব্বিণী গমন করে রজস্বলা সঙ্গে ॥ ৪৬০

---

(১) বল করি হরে কিবা অন্য জন হিত—পাঠান্তর।

রজস্বলা নারী হরে জেবা পাপী নর।
পাপ ভোগ ভোগে বেটা জন্ম জন্মান্তর ॥
লোহার তামার তোলা উভে দশ গজ।
চতুর্দ্দিগে আনল জে আর রক্ত পুজ[১] ॥
রাত্রি দিনে দূতগণে হেটে দেই জ্বাল।
রক্তে পুজে অগ্নি উঠে বিষম উথাল (উত্তাল ?) ॥
সজল পাষাণ যদি তাহাতে পেলাএ।
সেই ক্ষণে ভস্ম হৈআ পাষাণ মিলাএ ॥
পরনারী হরে জেবা পাপী দুরাচারী।
ওই তোলাতে পেলে গলে দিআ দড়ি[২] ॥ ৪৬৫
রক্ত পুজ খাই উঠে জথ পাপীগণ।
দন্তে তৃণ ধরি কহে কাকুতি বচন ॥
শব্দ জে করিতে চাপড় মারে দুই গালে।
দন্ত ভাঙ্গিআ রক্ত পড়ে পঞ্চ ধারে ॥
পরদার সম পাপ নাই ত্রিভুবনে।
কথ শত দূতে তারে মারে রাত্র দিনে ॥
কথ যুগ পাপ ভোগ সীমা নাই তার।
দ্বিগুণ তাড়না পাএ নারী দুরাচার ॥
কামাতুর জথ পাপ কইলাম সংক্ষেপে।
ক্রোধবন্ত জনেরে ফিরাএ নানান তাপে ॥ ৪৭০

(১) আরো দিগে বাণ গজ তাতে রক্ত পুজ··· পাঠান্তর।
(২) সেই তোলাএ বান্ধি পেলাএ গলে দিআ দড়ি ·· ” ।

ক্রোধ হইআ গুরু লঙ্ঘে করি তিরস্কার।
অগ্নি দিআ শতবার মুখ পোড়ে তার ॥
কুঠারে কাটিআ মাথা হাত পাও ছিড়ে।
তপ্ত সাড়াস দিআ নআন উফাড়ে ॥
মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ ভাই অথ গুরুজন।
ক্রোধ হইআ তর্জ্জে গর্জ্জে করএ লঙ্ঘন ॥
রাত্রি দিনে যমদূতে মারে চোখ শর।
অথেক তাড়না করে নাই সীমা পর ॥
ক্রোধ হোন্তে ধর্ম্ম নষ্ট ক্রোধে আয়ু ক্ষয়।
ক্রোধবন্ত জনের পুনি ভালো গতি নয় ॥ ৪৭৫
লোভে ভুলিআ জেবা পর দ্রব্য হরে।
লোহার শলাএ তার চক্ষু জিহ্বা পোড়ে[১] ॥
অর্থ লোভে সুতাসুত হীনে সমর্পণ।
মাংসের গান্ধারি লৈআ বেড়াএ যাবত জীবন ॥
মাংসের গান্ধারি জল নাকে মুখে পড়ে।
খাও খাও বোলি তারে যমদুতে মারে ॥
অর্থ লোভে মিথ্যা সাক্ষী (সাক্ষ্য) দেই জেবা জন।
না দেখি না শুনি কহে অসত্য বচন ॥
সাড়াশ জে দিআ চক্ষু খসাএ যমদূতে।
দুই কর্ণে লোহার শলা মারে শতে শতে ॥ ৪৮০

(১) 'পোড়ে' স্থলে 'ফোরে'··· ··· ··· পাঠান্তর।

শোক ভাবি জেবা জনে মর মর বোলে[১]।
পরিণাম না চিন্তিআ মায়ামোহ জালে॥
স্ত্রীপুত্র ধনজন কেহ নহে সাথী।
পাপ পুণ্য দুই জন চলি জাএ সংগতি[২]॥
রাজা হইআ প্রজা নষ্ট করে দুষ্টমতি।
চিরকাল কুম্ভীপাক নরকে বসতি॥
হারিলে অন্যায় জেবা অর্থ জে পাইআ[৩]।
যমদূতে মারে তারে গলে পাশ দিআ॥
অশ্বত্থ ছেদন করে পরসীমা হরে।
গোবিষ্ঠা করএ নষ্ট জেই দুরাচারে॥ ৪৮৫
পিতৃ মাতৃ হিংসা করে সেবা পরিহরি।
পর হিংসা পরনিন্দা করে দুরাচারী॥
শিষ্য হইআ জেই জনে গুরুকে না মানে।
ঋণ পরিশোধ জানি না কৈলো জে জনে॥
ব্রাহ্মণে না করে যদি আপনার ধর্ম্ম।
স্বামীসেবা ছাড়ি জেই নারী করে পাপকর্ম্ম॥
অর্থলোভে প্রাণীবধ করে জেই জন।
আপনে না করে দান অন্যরে লংঘন॥

---

(১) মোহ ভাবিআ মনে মোর মোর বোলে—পাঠান্তর।
(২) পাপ পুণ্য দুই মাত্র চলিব সঙ্গতি … … „ ।
(৩) হারিলে ন্যায় জিনাএ অর্থ কিছু পাইআ … „ ।

অহিংসক হিংসা করে প্রাণী বধে নিতি।
গৃহস্থে পারিতপক্ষে[১] না পূজে অতিথি॥ ৪৯০
রণে ভঙ্গ দিআ জাএ নিজ নাথ ছাড়ি।
শরণ লইলে জেবা মারে দুরাচারী॥
ক্রোধে কৃতা[২] করি মারে পোড়ে ঘর দ্বার।
মদ্য খাএ মিথ্যা কহে সদাএ অহঙ্কার॥
পুষ্করণী ভরাএ জেবা সাকোআ পন্থ নষ্ট।
দাতা দান করিতে জেবা নিষেধে পাপিষ্ট॥
এই পাপী সব জাএ এ চারি নরকে।
জথ কাল চন্দ্র সূর্য্য তথ কাল থাকে॥
জথেক প্রহার করে যমের কিঙ্কর।
সেই কথা কৈতে ব্যাধ গাএ উঠে জ্বর॥ ৪৯৫
হর গৌরীর পাদপদ্মে বন্দিআ সানন্দে।
দ্বিজ রতিদেবে কহে পাঞ্চালীর ছন্দে॥

—০—

লাচাড়ি।

জথেক তাড়না হএ শুন ব্যাধ মহাশয়
তাড়না করএ যমদূতে।
মাথাএ মুষল মারে রক্ত পড়ে পঞ্চধারে
করে মুণ্ড চূর্ণ সেই ঘাতে॥

(১) পারিত পক্ষে—সামর্থ্য থাকিতে।
(২) 'কৃতা' স্থলে 'কৃত্যা'—পাঠান্তর।

জাঠি ঝগড়া ছেল বুকে পিস্টে (পৃষ্ঠে) ভেদি গেল
কাক (কাকে) মারে ডাঙ্গুশ কুঠারে।
কাহাক করাতে ছিড়ে (চিরে) কাহাক বিন্ধএ তীরে
কাক তুলি শিলাতে পাছাড়ে॥
কাহাক ধরিআ চুলে বিষ্ঠাকুণ্ড মধ্যে পেলে
কাক পেলাএ অগ্নির মাজার।
কার গলে দিআ দড়ি সর্ব্বাঙ্গেতে দিয়া বেড়ি
গাছে তুলি ঢুলাএ সাত বার॥
হস্ত পদ নাসা কর্ণ ছিড়ি করে খণ্ড খণ্ড[১]
কার মুখে মারে পিছা লাথি।
কার চক্ষু খসাএ শূলে হানএ জে জিহ্বামূলে[২]
রক্ত পুজ খাএ কগ জাতি॥ ৫০০
কাক গজে মারে হুরি[৩] দন্তে খণ্ড খণ্ড করি
কাক মারে শুণ্ডে জড়াইআ।
কাক মৈষ শৃঙ্গে ছিড়ে উদাইআ[৪] পেলাএ দূরে
কাকে কীটে খাঅন্ত বেড়িয়া॥

---

(১) হাত পাও নাক কান ছিড়ি করে খান খান—পাঠান্তর।
(২) কারো ভেদে কর্ণ-মূলে ·· ··· ··· „ ।
(৩) হুরি—পদদলিত করিয়া।
(৪) উদাইয়া—সম্ভবতঃ 'উঠাইআ' স্থলে ভ্রমক্রমে 'উদাইআ' লেখা হইয়াছে।

জথেক তাড়না হএ শুন ব্যাধ মহাশয়
সবে মাত্র শুনি হাহাকার।
মহা কোলাহল বড় কান্দে জথ পাপী নর
যমদূতে বোলে কাট মার॥
দেখি চক্ষু কর্ণ ফাটে বল বুদ্ধি আয়ু টুটে
এইরূপে পাপীর তাড়না।
তরাইতে নারে বন্ধু[১] ডুপে (ডুবে) পাপী পাপসিন্ধু
বিনি ভোগে নাইক মঙ্গল[২]॥
তৃণ ধরিআ দন্তে স্তুতি করে জোড় হাতে
শুনিবেক অনাথের বন্ধু[৩]।
ভবানী শঙ্করের পাএ দ্বিজ রতিদেবে গাএ
পদতলে রাখ কৃপাসিন্ধু॥

—*—

পয়ার।

কথেক কহিতে পারি নরক লক্ষণ।
এবে সে করএ (করহ ?) ব্যাধ প্রভুরে মোচন॥ ৫০৫
ব্যাধে বোলে মৃগী জথ কহিলা বচন।
সকল প্রতি[৪] মোর না লাগিলো মন॥

---

(১) তরাএ হেন নাহি বন্ধু ... ... পাঠান্তর।
(২) 'মঙ্গল' স্থলে 'মোচন' ... ... " ।
(৩) শুন শিব পতিতের বন্ধু ... ... " ।
(৪) 'সকল প্রতি' স্থলে 'সকল প্রতিত' (প্রতীতি)... " ।

যমপুরী হোন্তে কেবা আসিআছে পুনি।
কেমনে প্রতীত জাই তোহ্মার কথা শুনি॥
মৃগী বোলে যেন মতে আইসএ প্রতীত।
প্রমাণ দেখাইআ দিব তোহ্মার বিদিত॥
হরগৌরীর পাদপদ্মে বন্দিআ সানন্দে।
দ্বিজ রতিদেবে কহে পাঞ্চালীর ছন্দে॥

—✱—

লাচাড়ি।

রাগ বড়ারি।

মৃগীএ কহেন পুনি শুন ব্যাধ গুণমণি
পাপভোগ দেখ বিদ্যমান।
কেঅ অন্ধ কেহ খোড় কেহ কাল কেহ চোর
কেহ জন্মদুঃখিত তাপিনী[১]॥ ৫১০
কার জন্মাবধি রোগ কার নানাবিধ শোক
কেহ বোব কেহ হএ কাল।
কার নাক কাণ কাটে মাথা মুড়াইআ বাটে[২]
কাক কাটে কাক দেহি শাল॥
কাহাক নিগড় পাএ প্রহারেত প্রাণি জাএ
কার চর্ম্মে দগর ছাগনি (ছাঅনি)।

---

(১) কেহো জর্ম্মদুঃখী হএ আন ... ... পাঠান্তর।
(২) মাগি ঘুরি ফিরে বাটে ... ... " ।

কেহ কান্ধে করি লএ ভৃত্য অনুভৃত্য হএ[1]
কাকো মৈলে পেলে নিআ টানি[2] ॥

*   *   *   *

পতি পুত্র শোকে কথ পাপভোগ ভোগে নিত্য
কেহ মরে মিথ্যা অভিযোগে ॥
ঢিবর (ধীবর) চণ্ডাল হাড়ি ডোম জে মুচ্যার স্থড়ি[3]
যবন প্রভৃতি জথ জাতি।
ছুইলে সিনানে হিত পরশিলে পরাচিত্য (প্রায়শ্চিত্ত)
এইরূপে পাপ ভোগে নিতি ॥
কাহার গলিত কুষ্ঠ কাহার ধবল ওষ্ঠ
কার অস্ত দন্তশূল কাশ।
কেহ আপ্তবধী হএ কেহ হএ আয়ুক্ষয়
কার বন্ধু বান্ধব বিনাশ ॥ ৫১৫
অশ্ব গজ মৈষ গাভী উষ্ট্র বলদি গাধা পাখী
শিবা কুকুর হরিণ শূকর।
বিড়াল কুকুর কাকে গৃধিনী শকুনী জোকে
পাপভোগ ভোগে নিরন্তর ॥

---

(১) নফর চাকর হএ ... ... পাঠান্তর।

(২) এই পদের পর—

শৃগালে শকুনে খাএ কেহো বা অন্তেতে (?) জাএ
কেহো মরে স্ত্রীপুত্র শোকে।—২য় পুথি।

(৩) ডোম মুচি আর শুড়ি ... ... পাঠান্তর।

কেহ রৈতে নাই ঠাই কেহ ফিরে মাগি খাই
কার কথ শত বিড়ম্বন।
যদি বা না হএ দুঃখী তুহ্মি আহ্মি দুই সাক্ষী
গোপীনাথসুতে সুরচন॥

—০—

পয়ার।

এই লোকে পাপ পুণ্য করে জেই জনে।
পরিণামে ভোগ করে বিবিধ বিধানে॥
ফল ফুল তরু লতা জথ চরাচর।
পাপ পুণ্য ভোগ করে জর্ম্মি ক্ষিতিতল॥
এইরূপে পাপপুণ্য ভোগে জথ প্রাণী।
অখনে দেঅ ত ব্যাধ প্রভুরে মেলানি॥ ৫২০
ব্যাধে বোলে মৃগী তোহ্মার বচন শুনিআ।
সর্ব্বাঙ্গে উঠিলো জ্বর চাহ হস্ত দিআ॥
অস্থিগত ভেদিলেক কাল পাপভয়।
পরিণামে মুই পাপীর কি জানি কি হএ॥
ধর্ম্মকথা কহ শুনি মুই ত অজ্ঞান।
তুহ্মি পরে মুই পাপীর গতি নাহি আন॥
মৃগী বলে শুন ব্যাধ ধর্ম্মের বাখান।
নআন বিদিতে দেখ পুণ্যের বিধান॥

পাতকার দুর্গতি দেখিআ কৃপাসিন্ধু।
করুণা জন্মিল চিত্তে অনাথের বন্ধু ॥ ৫২৫
সংসার করিল শূন্য দারুণ পাতকে।
পাপ সংহারিলে পাপী না জাইব নরকে ॥
নানাবিধি পুণ্যতিথি কৈলা নারায়ণ।
নিজ অঙ্গ (অংশ?) দিআ প্রভু সৃজিলা ব্রাহ্মণ ॥
নিজ নামগুণ তবে দিলা ব্রাহ্মণেরে।
দান-ধর্ম্ম ফলাফল জানাইতে সভারে ॥
জথেক বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ ভাজন[১]।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুজে ভালো জাতিএ উত্তম ॥
পুরাণ ভারত বেদ বুঝে সর্ব্বশাস্ত্র।
সত্যবাদী সদাচারী বচন পবিত্র ॥ ৫৩০
হৃদয়েতে জপ স্তপ (স্তব) জথ দেব পূজে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারে তেজে ॥
অলংঘ্য দ্বিজের বাক্য শুন সুনিশ্চিত।
অতি পুণ্যফলে জন্ম হইলো অবনীত ॥
জন্মে জন্মে জথ পাপ দ্বিজে কুড়াইলো।
এক গায়ত্রী জপনে জে পাপ বিনাশিলো ॥
অজ্ঞানেরে জ্ঞান দিতে ব্রাহ্মণ ভাজন।
কর্ণে মন্ত্র কহি করে পশুত্ব মোচন ॥

(১) 'ভাজন' স্থানে 'জনন' পাঠান্তর।

নারায়ণ নিরঞ্জন পাইতে কারণ।
মোক্ষ পদচিহ্ন সেই দেখাইলো ব্রাহ্মণ॥ ৫৩৫
পড়িলো (করিল ?) বিবিধ শাস্ত্র নানা বিধিমতে।
পাপ নাশি স্বর্গবাসী যদি চলে পথে॥
নিজ নামগুণ কৈলো ব্রাহ্মণের কাণে।
নানাবিধ তীর্থ তিথি কৈলা নারায়ণে॥
সেই তীর্থ সেই তিথি উপলক্ষ করি।
নানাবিধ শাস্ত্র কৈলা বিপ্র বেদধারী॥
বার মাসের বার যাত্রা কৈলা নারায়ণ।
একাদশী চতুর্দ্দশী অষ্টমী আইঅন॥
পূর্ণমাসী দ্বাদশী জে আইঅনাদি[1] তিথি।
গঙ্গা গয়া প্রয়াগ জে কাশী জে প্রভৃতি॥ ৫৪০
নানাবিধি পুণ্যস্থল কৈলা নারায়ণ।
কর্ম্মরূপে বেদ-বিধি সৃজিলা ব্রাহ্মণ॥
পৃথিবীতে জথ তীর্থ কৈল্লে হএ পুণ্য।
সাগর-সঙ্গম গেলে হএ তার তুল্য[2]॥
ব্রাহ্মণ দক্ষিণ পদে জথ তীর্থ বৈসে।
পদধূলি লৈআ নরে[3] পাতক বিনাশে॥

(১) 'আইঅনাদি' স্থলে 'কত আদি' পাঠান্তর।
(২) 'তার তুল্য' স্থলে '[illegible] পুণ্য' ... "
(৩) 'লৈআ নরে' স্থলে '[illegible]গেলে জন্ম' ... " ।

ভক্তিভাবে সেবে যদি ব্রাহ্মণ-চরণ।
ভবসিন্ধু তরে সেই দুরন্ত শমন॥
যদি সে প্রতীত নহে শুন এক বাণী।
ব্রাহ্মণের জথ কর্ম্ম অপূর্ব্ব কাহিনী॥ ৫৪৫
ভৃগু জে মুনির শাপে শিবলিঙ্গ ছিড়ে।
যোনি রূপে ধরি দেবী পূজএ সংসারে॥
সদাচার মুনির শাপে প্রভুর যন্ত্রণা।
রাম অবতারে প্রভু পাসরে আপনা॥
গৌতমের শাপে ইন্দ্রের ভগ হইলো গাএ।
সেই অপযশে জথ ইন্দ্রে লজ্জা পাএ॥
দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মী গেলো ছাড়ি।
ইন্দ্র জিনি অসুরে লইলো সুরপুরী॥
পাপী তরাইতে গঙ্গা আনে ভগীরথে।
স্তুতিবাক্য করিতে জাহ্নবী আইলো স্রোতে॥ ৫৫০
তিল কুশ ভাসাইলো মুনিগণে রোষে।
গঙ্গারে গরাস কৈল্লো দক্ষিণ গণ্ডূষে॥
জানু দিআ পুনরপি এড়ে তপোধন।
গঙ্গা জাহ্নবী নাম ধরে তেকারণ॥
মান্ধাতা নির্ব্বংশ জে কপিলের শাপে।
সহস্র কুমারী মৈলো দরশন তাপে॥
অষ্টবক্র মহামুনি মহা তেজময়।
তান শাপে যদুবংশ সবংশে প্রলয়॥

সাম্প্রতির শাপে মৈল রাজা পরীক্ষিৎ।
সর্ব্বত্র বিজয়ী দ্বিজ সংসারে পূজিত ॥ ৫৫৫
নারদের শাপে মৈল জমাল অর্জ্জুন।
অলংঘ্য দ্বিজের বাক্য ধরে সর্ব্ব গুণ ॥
যজ্ঞ না করিআ জেবা ব্রাহ্মণ ভুঞ্জাএ।
যজ্ঞের অথেক ফল সেই জনে পাএ ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন করাএ জেই সব দাতা।
কথ ফল হৈল সীমা দিলেক বিধাতা ॥
ব্রাহ্মণের হস্তে দান দেই জেই জন।
সে পুনি তরিব ভব দারুণ শমন ॥
ব্রাহ্মণ সামান্য নহে শুন ওহে ব্যাধ।
জেই দ্বিজে বিষ্ণুবক্ষে দিছে পদচিহ্ন ॥ ৫৬০
পদচিহ্ন হৃদে ধরি প্রভু নারায়ণ।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন নাম প্রভু ধরে তেকারণ ॥
অতিশয় পুণ্যবন্ত দ্বিজ ব্রহ্মবংশে জন্ম।
যদি সে করিতে পারে নিজ বৃত্তি ধর্ম্ম ॥
পূর্ব্বে পুণ্যবন্ত জেই বিপ্রপদতলে।
ইহলোকে পুণ্য ভোগ সেই পুণ্যফলে ॥
সুখ জে সম্পদ লৈআ থাকে নানা ধর্ম্মে।
তিন জন্মের সুখ ব্যাধ পাএ এক জর্ম্মে ॥
পূর্ব্ব জর্ম্মে পাপী জেই ইহলোকে নষ্ট।
পরিণামে হাহাকার করিবো অনিষ্ট ॥ ৫৬৫

বিবিধ কাকুতি কৈলো নিরঞ্জন পাএ।
এক কালেতে জন্ম লভে কলিতে তথাএ[১] ॥
সাধু সবে ধর্ম্ম করে একে এক কোটি[২]।
সাধু সবে ঋণী হয়ে আসলেতে ঘাটি ॥
ভবসিন্ধু মহানদী তরে সাধু জনে।
ভরা সমে ডুপে (ডুবে) পাপী কহে নিরঞ্জনে ॥
সাধুর চরিত্র আহ্মি কহিবো তোহ্মাতে।
দেব দ্বিজ গুরুভক্ত থাকে শুদ্ধ পথে ॥
নারায়ণ-পাদপদ্ম ভাবিআ হৃদয়ে।
দণ্ডবত হইতে আছে সেই পাদপদ্মএ ॥ ৫৭০
বদন কহিতে আছে নাম ধর্ম্মকথা।
শ্রবণে শুনিতে আছে হরিগুণগাথা ॥
হস্তে যে করিতে আছে নিরঞ্জন কর্ম্ম।
প্রভু পাদপদ্মে করে নানাবিধি ধর্ম্ম[২] ॥
ধর্ম্ম হোন্তে পাপ নাশ জন্মে দিব্য জ্ঞান।
লক্ষ্মী সরস্বতী তারে হএ অধিষ্ঠান ॥
আপদ যে নাহি তার নিত্য সুখভোগ।
কীর্ত্তিএ পূর্ণিত ক্ষিতি তরে পরলোক ॥

---

(১) [illegible] করে নিরঞ্জন পাএ।
[illegible] করিতে সদাএ ॥—পাঠান্তর।

(২) সাধু [illegible] হএ কোটী .. ” ।
প্রভুরে [illegible]

লক্ষ্মী অধিষ্ঠান হৈলে হএ ধনবান।
সরস্বতী অধিষ্ঠানে জর্ম্মে দিব্যজ্ঞান॥ ৫৭৫
অর্থ হোন্তে মোক্ষপদ জ্ঞান হোন্তে তরি।
পুষ্করণী হ্রদ দিলে জাএ স্বর্গপুরী॥
জেই জনে করে তবে হরিগৃহ দান।
তৃণ কাষ্ঠ সম সংখ্যা বৈসে স্বর্গস্থান॥
ভিটা লেপি বাতি দেহি করে প্রদক্ষিণ।
পাতু সংখ্যা বৈসে স্বর্গে প্রভুপদ চিন॥
ইটে বাঁধি দেউল মোট (মঠ ?) দিলে হরির পাএ।
কিরাতে খাইলে যদি সেই দোল (দেউল ?) ক্ষয়॥
তবে সেই স্বর্গ হোন্তে পাত হএ জান।
নহে সেই স্বর্গ ভুঞ্জে ইট পরমাণ॥ ৫৮০
সৎপাত্র পাইআ যদি শিলা করে দান।
পৃথিবী দানের ফল পাএ পরিত্রাণ॥
কপিল করএ দান জেবা সাধু লোকে।
লোমসংখ্যা বৈসে তাবে করে স্বর্গভোগে॥
ভূমি দান করে জেবা হেলাএ শ্রদ্ধাএ।
ভবসিন্ধু তরি জাএ শমনের নাই দায়॥
আরম্ভ করএ দান পুষ্পের উদ্যান।
ঘর বান্ধি দান করে ভক্তিএ বিধান॥
অশ্ব গজ দান করে রজত কাঞ্চন।
মণি মুক্তা দান করে পাদুকা আসন॥ ৫৮৫

বস্ত্রদান ছত্রদান অন্ন অলঙ্কার।
শক্তিরূপে ভক্তিভাবে করি পরিহার॥
পুণ্যবস্তু দান পাত্র ব্রাহ্মণ সুজন।
পাত্র অনুরূপে ফল শুন মহাজন॥
জলধরে জল সিঞ্চে সর্ব্বত্রে সঞ্চরে।
জেইখানে পড়ে জল সেইরূপে ধরে॥
ক্ষুধিত পাত্রেতে দান না করি বিচার।
দারিদ্র ভরণ পুণ্য সীমা নাই তার॥
দিগদিগান্তর ভ্রমি তীর্থ জে করএ।
পদে পদে পুণ্য হএ পাপ হএ ক্ষয়॥ ৫৯০
গঙ্গাস্নান করি জেবা করএ তর্পণ।
কুল সমে স্বর্গবাস বেদের বচন॥
গঙ্গাতীরে বিষ্ণুপদে করে পিণ্ড দান।
যার নামে পিণ্ড দেহি জাএ স্বর্গস্থান॥
জথ কাল চন্দ্রসূর্য্য থাকএ আকাশে।
তথ কাল স্বর্গে থাকে নাহিক বিনাশে॥
প্রয়াগে মুণ্ডন করি জথাএ তথাএ মরি।
শমন-সঙ্কট তরি জাএ স্বর্গপুরী॥
বারাণশী বাস হএ অথবা কাশীতে।
সে পুনি বৈকুণ্ঠে জাএ বিষ্ণুর সভাতে॥ ৫৯৫
জগন্নাথ-মুখ দেখি জেই জন মরে।
পুনি জন্ম নাই তার সংসার ভিতরে॥

জথ বা প্রসাদ খাএ ধরএ নির্ম্মাল্য।
শমন তরিআ জাএ ভাবিআ গোবিন্দ ॥
জগন্নাথের পাশে আছে জথ তীর্থ স্থান।
সেই তীর্থ কৈল্লে পাপী স্বর্গে জাএ জান ॥
ধর্ম্ম হেতু জাএ সাধু সাগর-সঙ্গমে।
বৈকুণ্ঠ চলিআ জাএ কি করিবো যমে ॥
একাক্রমে সব তীর্থ করে জেই নরে।
পুনি জন্ম নাই তার জননী উদরে ॥ ৬০০
পৃথিবীতে জথ তীর্থ ব্রাহ্মণ সৃজন।
ক্রমাদি সে সব পাএ বেদের বচন ॥
এক তীর্থ কৈলে হএ গোত্রের উদ্ধার।
সাধু সবে পারে এই তীর্থ করিবার ॥
সাধু সবে তীর্থ করে পরিণাম দেখি।
ধর্ম্মপরায়ণ হইলে প্রভু তারে খুসী ॥
অর্থবন্ত জনের জে এই ধর্ম্ম হএ।
গোত্র সমে স্বর্গে জাএ বিষ্ণুলোকে জাএ ॥
গোত্র মধ্যে হএ যদি জনেক সুজন।
নানাবিধি তীর্থ করে গোবিন্দ সেবন ॥ ৬০৫
সেই ধর্ম্মে হএ তার গোত্রের উদ্ধার।
কুপুত্র হইলে হএ কুলের আঁধার ॥
নির্দ্ধনী জনের ধর্ম্ম শুন উপচয়।
যেন মতে পাপ নাশ শুন মহাশয় ॥

অল্প পুণ্যে খেমে প্রভু বহু অপরাধ।
সেই কথা কহি আহ্মি শুন ওহে ব্যাধ॥
বার মাসের একাদশী করে জেই নরে।
এক একাদশী ফলে সর্ব্ব পাপ হরে॥
রোহিণী অষ্টমী ফল কহন না জাএ।
কোটী একাদশীর ফল রোহিণীতে পাএ॥ ৬১০
রোহিণী অষ্টমী কোটী একাদশী ফলে।
নির্দ্ধনীর পাপ নাশে সেই পুণ্যবলে[১]॥
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী ব্রত উপবাস।
জে জনে উভাস (উপবাস) করে কৈলাশ নিবাস॥
চতুর্থী সপ্তমী দুই অষ্টমী আইঅন।
পূর্ণমাসীর বার যাত্রা সংক্রান্তি গ্রহণ॥
একে অনন্ত গুণ কথ আছে সীমা।
তিথি বুঝি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের উপমা॥
কায়াক্লেশে এই ধর্ম্ম করে জেই জন।
সে পুনি তরিব ভব দারুণ শমন॥ ৬১৫
এহাতে সামর্থ নহে শ্রম বাস চিত্তে।
বিনি শ্রমে মোক্ষধর্ম্ম হএ জেই পথে॥
সেই কথা কহি ব্যাধ গোচরে তোহ্মার।
প্রভু নাম বিনে ধর্ম্ম নাহিক সংসার[২]॥

---

(১) তথগুণ পুণ্য হএ দুর্গা অষ্টমী কৈলে … পাঠান্তর।
(২) নাম পরম ধর্ম্ম বেদে কৈছে সার … " ।

সুমেরু সমান যদি সোনা করে দান।
নানা তীর্থ যেবা করে বেদের বিধান ॥
গঙ্গা গয়া বারাণশী প্রয়াগ প্রভৃতি।
কোটী কল্প তীর্থ সেবে ধর্ম্ম পন্থে মতি ॥
তথাপিহ না হএ রাম নাম সমতুল।
ব্রহ্মা হরে দিতে নারে এক নামের মূল ॥ ৬২০
অপার নামের গুণ সীমা দিতে নারে।
বেদমুখে কহে নাম ভোলা মহেশ্বরে[১] ॥
পঞ্চমুখ হইআ শিবে হরিগুণ গাএ।
যোগী হইআ সেই নাম সীমা নহি পাএ ॥
হরি নামে ভুলি হর হইলো উদাসীন।
মহাযোগে যোগী হইআ ভাবে রাত্র দিন ॥
দুই কে নআনে ইন্দ্রে রূপ নিরক্ষিতে।
সহস্র নআনে রূপ না পারে দেখিতে ॥
কত রূপ কথ গুণ কথ মায়া ধরে।
আছোক মনিষ্য বুঝে দেবে কৈতে নারে ॥ ৬২৫
অবিরত প্রভুর পদে ভক্তি থাকে যার।
সে পুনি তরিবো ভব জন্ম নাই আর ॥
অল্প কিছু নাম মধু লএ ভক্তি হইআ।
সংসারে ছাড়িআ লৈলো রাঙ্গা পদে ছায়া ॥

---

(১) অপার নামের গুণ সীমা দিতে ব্রহ্মা।
বেদমুখ হৈয়া কহে তভো (তবু) না পাএ সীমা ॥ পাঠান্তর।

ভবসিন্ধু তরিবারে শমনের দায়।
প্রভুপদ উদ্দেশিআ ভ্রমিআ বেড়াএ ॥
মাতা পিতা সুতাসুত ছাড়িআ বনিতা।
হাহা প্রভু বলি গাএ হরিগুণগাথা ॥
হরিনাম গুণামৃত পিএ শ্রুতি মুখে।
সকল সঙ্কট তরি বৈকুণ্ঠে যাএ সুখে ॥ ৬৩০
রাম নাম মধু পান হইআ আকুলি।
মত্ত হইআ নাচে গাহে হরি হরি বোলি ॥
বিষ্ণু নাম শুনি জেবা লোটাএ ধরণী।
বৈষ্ণব তাহার নাম শুনএ আপনি[১] ॥
বৈষ্ণবেরে কোল দিলে জথ রেণু লাগে।
তথ কাল স্বর্গবাস অবিরোধে থাকে ॥
শালগ্রাম স্নান করাএ কপিলের ক্ষীরে।
সংখমুখ ফিরাইতে জথ পাপ হরে ॥
তুলসীর ভিটা লেপে দেহে ছায়া জল।
তুলসী লেপিআ পাএ জথ তীর্থফল ॥ ৬৩৫
গোবিন্দের গৃহ লেপে করে পরিষ্কার।
বৈকুণ্ঠনিবাসী সেই রেণুসংখ্যা তার ॥
প্রদক্ষিণ করে গৃহ হএ দণ্ডবত।
ভবসিন্ধু তরি জাএ গোবিন্দ অগ্রেত ॥

(১) বৈষ্ণব বোলিএ তারে সাধুচূড়ামণি ... পাঠান্তর।

প্রভুর প্রসাদ খাএ বিষ্ণুপাদোদক।
কোটী কল্প স্বর্গে থাকে নাইক সঙ্কট[1] ॥
জে জনে জনক সেবে প্রদক্ষিণ হইআ।
ত্রিভুবনের তীর্থ পাএ ঘরেতে বসিআ ॥
জথ দেব তুষ্ট হএ মা বাপ সেবনে।
অন্য ধর্ম্ম নাই তার পুত্রের কারণে ॥ ৬৪০
গুরুর চরণ শিষ্যে সেবে একচিত্তে।
সর্ব্বতীর্থ হএ তার তুষ্ট জগন্নাথে ॥
স্বামীপদ তীর্থসেবা নারী পতিব্রতা।
কুল সমে স্বর্গে জাএ নাহিক অন্যথা ॥
ক্ষুধিত ভুঞ্জাএ জেবা তাপিত জুড়াএ।
সে পুনি তরিব ভব শমনের নাই দায় ॥
অহিংসক ধর্ম্মশীল[2] বেদে কৈছে সার।
অহিংসক স্বর্গে জাইতে বাধা নাই তার ॥
আপনার দুঃখ বাঞ্ছে পর উপকার।
অবিচারে জাএ সেই বৈকুণ্ঠ মাজার ॥ ৬৪৫
কহিল তোহ্মাতে সর্ব্ব ধর্ম্মের লক্ষণ।
কৃপা করি কর ব্যাধ প্রভুরে মোচন ॥

(১) প্রভুর ... পাদোদক পান।
কোটী কল্প স্বর্গবাসী সত্য হেন জান ॥ ... পাঠান্তর।
(২) অহিংসা পরম ধর্ম্ম ... . " ।

মৃগীর বচনে ব্যাধ লভিলেক জ্ঞান।
মাথা নিচি পেলাইলো হস্তের ধনুর্ব্বাণ॥
জালপাশ কাটি মৃগ করিলো মোচন।
ধরণী লোটাইয়া বন্দে দুহার চরণ॥
করজোড়ে স্তুতি করে তৃণ ধরি দন্তে।
জথ অপরাধ ক্ষেম দুই মতিমন্তে॥
মোচন হইআ মৃগ গাও দিল ঝাড়া।
দুই কর্ণ বাজাইআ সম্মুখে হইলো খাড়া॥ ৬৫০
প্রদক্ষিণ হইআ মৃগী পড়িলো চরণে।
মরিআ জীলাম প্রভু তোহ্মার মোচনে॥
বেথাএ বিকল মৃগ বচন না সরে।
মৃগী বোলে সেইখানে কাটি দেঅ মোরে॥
ব্যাধে বোলে মুই পাপী দুঃখ দিলুম তোহ্মা।
জেইখানে বেথা করে কাটি দেঅ আহ্মা॥
জননী জে সব (সম ?) ধর্ম্ম কৈলো সমাধান।
চান্দমুখে বোল কিছু জুড়াউক পরাণ॥
মৃগী বোলে ব্যাধ তুহ্মি বড় ভাগ্যবান।
মনুষ্য হইয়া বুঝ পশুর জে জ্ঞান॥ ৬৫৫
পুর্ব্বকালে আছিলাম এই মহীমণ্ডলে।
ভুজিলুম নানান সুখ অতি কুতূহলে॥
এক শত ভার্য্যা রৈলো অমরা পুরীত।
প্রজা সব পালনা না কৈলাম কদাচিৎ॥

দেব দ্বিজ গুরু সেবা না কৈলাম জানিআ।
না বুঝিলাম ভালো মন্দ কামাতুর হইআ॥
পুণ্যধর্ম্ম ফল স্বর্গ নাহিক আহ্মার।
পুণ্য ধর্ম্ম অন্তে হৈলো পাতক বিচার॥
ধর্ম্মরাজে বোলে তুহ্মি পুজা (প্রজা ?) না পালিলে।
মৃগ হইআ জন্ম গিআ নিজ কর্ম্মফলে॥ ৬৬০
স্বর্গ হোন্তে পাত হইআ আইলুম অবনীত।
এক শত ভার্য্যা রৈলো অমরা পুরীত॥
অতি সতী এই ভার্য্যা শতেক ভিতর।
স্বর্গ হেন পুরী ছাড়ি আইলো মোর ঘর॥
ভদ্রসেন নাম মোর ভার্য্যা রত্নাবতী।
আহ্মাকে ছাড়িআ তান অন্য নাই মতি॥
তান পুণ্যফলে মোর সদাএ সম্পদ।
বিদ্যমান তরি দেখ এ ঘোর আপদ॥
পরিচয় দিলাম ব্যাধ তোহ্মা বিদ্যমান।
অন্য জে প্রসঙ্গ কহি রতিদেবে গান॥ ৬৬৫

—০—

লাচাড়ি।

বিধাতা লেখিছে জে খণ্ডাইতে পারে কে
পাপভোগ হইলো অবসান।
সদয় হইলো পঞ্চানন কৈলো পুষ্প বরিষণ
স্বর্গ হোন্তে নামিলো বিমান॥

মৃগীরে সারথি বোলে ঝাটে চল স্বর্গপুরে
আজ্ঞা জে করিছে পশুপতি।
মৃগী কহে জোড় হাতে প্রণমিআ ডণ্ডবতে
অবধান কর মহামতি॥
কহিঅ শঙ্কর পাএ মোর কোটী প্রণামএ
তৃণ ধরি বোলি যুগপাণি।
স্বর্গপুরী ছাড়ি আসি মৃগরূপে পতি পাইছি
হেন পতি ছাড়িমু কেমতে[১] ॥
যদি সদয় হইলা হর দেঅ মোরে এক বর
স্বামী সঙ্গে আসি স্বর্গপুর।
জথেক পাতকী আহ্মি[২] জান প্রভু অন্তর্যামী
কৃপা কর দয়ার ঠাকুর॥
স্তুতি করে নানাবিধি শুনি তুষ্ট গুণনিধি
পুষ্পবৃষ্টি দুহার উপর।
হইলো আকাশবাণী স্বর্গপুরী আইস পুনি
তনু ছাড়ি রথের উপর॥ ৬৭০
শিবের মহিমা দেখি অন্তরে হইলো সুখী
লোমাঞ্চিত সজল নআন।

(১) 'কেমতে' স্থলে 'কোন্ প্রাণি' ... পাঠান্তর।
(২) 'যথাএ প্রভু তবে' 'আহ্মি ... " ।

স্তুতি করে নানা ভাবে   যথেক মুখেতে আইসে
দেঅ প্রভু চরণকমল[১] ॥
আছে মোর দুই ছাও   আর বৃদ্ধ বাপ মাও
অপমানে[২] তেজিবো জীবন।
শোক ভাবি মোহ পরে[৩]   কান্দিআ কাকুতি করে
স্বর্গপুরী জাইতে ছঅ জন ॥
সদয় হইলো ভোলানাথে   সেই চারি স্বর্গে জাইতে
বিচারিতে হইলো দরশন।
দুই বুড়া কান্দি বোলে   পুত্রবধূ লৈআ কোলে
আক্ষা ছাড়ি কোথাএ[৪] গমন ॥
মাতা বিনে কেবা জীএ   দুই শিশু স্তন পিএ
দেখি পুষ্পবৃষ্টি কৈলা হর।
মৃগরূপে তনু ছাড়ি   দিব্য জে ছুরত[৫] ধরি
পৈরে সবে ভূষণ অম্বর ॥
রথ প্রদক্ষিণ করি   ডণ্ডবতে ভূমিতে পড়ি
কৈল্লো ছঅ রথ আরোহণ।

(১) 'চরণ কমল' স্থলে 'চরণে শরণ' ... পাঠান্তর।
(২) 'অপমানে' স্থলে 'অপালনে' ... " ।
(৩) মোহভাবে লোহ পড়ে ... ... " ।
(৪) 'কোথাএ' স্থলে 'কথারে' ... " ।
(৫) 'ছুরত' স্থলে 'মূরতি' ... " ।

স্বর্গে রথ চড়ি জাএ ব্যাধে ধরিলো পাএ
কান্দি কান্দি করে নিবেদন ॥ ৬৭৫
মুই পুত্র ছাড়ি জাও কাহারে ডাকিমু মাও
তুহ্মি বিনে আর নাই গতি।
জর্ম্মে জর্ম্মে কৈলুম্ পাপ ভুগিলো অনেক তাপ
এবে সে হইবো কোন গতি[১] ॥
কিরূপে তরিব ভব আহ্মাকে কহিবা সব
পাপভয়ে হইলাম বিকল।
দ্বিজ রতিদেবে কহে শুন ব্যাধ মহাশয়
চন্দ্রভাগা নদীতীরে চল ॥
তাহার পশ্চিম ভাগ বিল্বরৃক্ষ এক গাছ
শিবলিঙ্গ অতি পরতেক[২]।

---o---

পআর।

মৃগী বোলে শুন ব্যাধ আহ্মার বচন।
চন্দ্রভাগা নদীতীরে করহ গমন ॥
তাহার পশ্চিম ভাগে বিল্বরৃক্ষ এক।
তার নীচে শিবলিঙ্গ অতি পরতেক ॥ ৬৮০

---

(১) কোন বুদ্ধি হইব মুকুতি ... ... পাঠান্তর।
(২) এই চরণটি ২য় পুথিতে নাই।

একমন চিত্তে পূজ তাহার চরণ।
সর্ব্বপাপ নাশ হইবো তরিবা শমন॥
অন্যথা না কর ব্যাধ শীঘ্রে চলি জাও।
স্বর্গপুরী জাইবা ব্যাধ এড় দুই পাও॥
চরণ এড়িআ ব্যাধ নমস্কার করি।
ছয় জন সঙ্গে মৃগী গেল স্বর্গপুরী॥
হরগৌরী পাদপদ্মে করি দরশন।
শতে শতে ডণ্ডবৎ বিবিধ স্তবন॥
করিলো অনেক স্তব জথ মনে লএ।
সদয় হইআ গুণমণি রাখে নিজালয়॥ ৬৮৫
সতী নারী সবের ফলে পতি স্বর্গবাস।
জেবা গাহে জেবা শুনে পুণ্য ইতিহাস[১] ॥
[রাজা জিজ্ঞাসিল পুনি রুক্মিণীর পাশে।
মৃগী স্বর্গে গেল ব্যাধ কি করিল পাছে॥] *
রুক্মিণী বোলেন প্রভু শুন দিয়া মন।
চন্দ্রভাগা নদীতীরে ব্যাধের গমন॥
চারি দিগে ফিরি ব্যাধ বিল্ববৃক্ষ পাইলো।
তরুতলে লিঙ্গ দেখি বড় তুষ্ট হইলো॥

(১) 'পুণ্য ইতিহাস' স্থলে 'পূর্ণ মনের আশ' ... পাঠান্তর।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

বন ফুল ফল পত্র একত্র করিআ।
পূজা আরম্ভিলো ব্যাধ ভক্তিযুক্ত হইআ[1] ॥ ৬১০
ভ্রুকুটিকুটিল মুখ দিআ করতালি।
নাচে গাহে ভক্তিভাবে মহাদেব বোলি ॥
বনফুল জথ দেহি অঞ্জলি ভরিআ।
লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে দণ্ডবত হইআ ॥
লোমাঞ্চিত সর্ব্বতনু অশ্রু হএ পাত।
খেনে খেনে গালবাদ্য ডাকে ভোলানাথ ॥
খেনে খেনে স্তুতি করে জথ আইসে মুখে।
তুহ্মি শিব জগজ্জীব আহ্মি মরি দুঃখে ॥
মন্ত্র তন্ত্র নহি জানি ভক্তি মাত্র সার।
পাপ ভয়ে শিব পূজি তরিতে সংসার ॥ ৬১৫
এই মতে ব্যাধে পূজা করে অনিবার।
পূজক ব্রাহ্মণ আইলো শিব পূজিবার ॥
ব্যাধেরে দেখিআ ঘরে দ্বিজ ক্রোধ বড়।
দুরন্ত হইয়া বেটা প্রবেশিলি ঘর[2] ॥
দ্বিজে বোলে দুর হঅ চণ্ডাল দুর্ম্মতি।
কেনে পরশিলি মোর অখিলের পতি ॥

---

(১) 'ভক্তিযুক্ত হইআ' স্থলে 'দেউলে প্রবেশিআ' .. পাঠান্তর।
(২) ব্যাধেরে দেখিয়া ঘরে দ্বিজ জ্বলি উঠে :
ক্রোধে ডণ্ড (দণ্ড) ঘরিষণে যেন দাশ ফুটে ॥ .. " ।

অশুচি চণ্ডাল তুই জলে করে স্নান।
প্রাণী বধের জন্ম পাপ কৈলি বর্তমান॥
সন্ধ্যা শুচি বিবর্জ্জিত কুলজ্ঞান নাই।
বিনি স্নানে পূজা কর আমায় গোসাই॥ ১০০
করিলি অশেষ পাপ প্রভু পরশিআ।
এই পাপে চারি যুগ পাপ ভোগ গিআ॥
ডণ্ড (দণ্ড) বাড়ি মারি ব্যাধের ভাঙ্গিলেক শির।
কেশে ধরি ঘর হোতে করিলো বাহির॥
পুনি স্নান করি দ্বিজ গৃহে প্রবেশিলো।
অঙ্গন্যাস করি শিব পূজা আরম্ভিলো॥
প্রদক্ষিণ স্তুতি ভক্তি করি করপুটে।
ঘর হোতে বাহির হইআ ভিরিলো কপাটে॥
চিন্তায় জড়িত ব্যাধ বচন না সরে।
অস্থ বেস্থ ব্রাহ্মণের চরণ চাপি ধরে[1]॥ ১০৫
কাকুতি করিআ কহে ব্রাহ্মণের পাএ।
মুই অধমের বোল হবে কোন উপায়॥
প্রাণী বধ করি পাপ কৈলাম রাত্র দিন।
ত্রিভুবনে পাপী নাই আমা তুল প্রবীণ॥
জন্মে জন্মে পাপী আমি অতি নরাধম।
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু প্রভু ভগবান॥

---

(১) চিন্তাএ জড়িল ব্যাধ না সরে বচন।
অস্তে ব্যস্তে ধরে ব্যাধ ব্রাহ্মণ চরণ।। — পাঠান্তর।

তুহ্মি নিরঞ্জন প্রভু তুহ্মি সনাতন[১] ।
অশেক বর্ণের গুরু তুহ্মি নারায়ণ ॥
চরণে শরণ লৈলুম তৃণ ধরি দন্তে ।
কৃপা কর অধমেরে তুহ্মি মতিমন্তে ॥ ৭১০
পাপ নাশ হেতু কৈলুম মহাদেব পূজা ।
তাতে মহাপাপ হৈলো[২] তুহ্মি কৈলা সাজা ॥
আপনে প্রহার কৈল্লা শরীরে আহ্মার ।
এখনে পবিত্র হইলো পাপ নাই আর ॥
অধমেরে কৃপা কর ছাড়িয়া কপট ।
কিরূপে তরিব ভব শমন সঙ্কট ॥
কিবা মন্ত্র কিবা তন্ত্র কিরূপ সে ধ্যান ।
কিরূপে করিব স্নান কহ পুণ্যবান ॥
তুহ্মি পারে অধমের আর নাই বন্ধু ।
আজ্ঞা কর কোন মতে তরি ভবসিন্ধু ॥ ৭১৫
ব্যাধের কাকুতি বাক্য শুনিআ মধুর ।
শান্ত হইলো দ্বিজবর ক্রোধ গেল দূর ॥
দ্বিজে বোলে শুন ব্যাধ কর অবধান ।
ব্যাসকুণ্ড গিয়া তুহ্মি করি আইস স্নান ॥
এহার অধিক পুণ্য নদী স্নান কৈলে ।
মন্ত্রস্নান মহা পুণ্য ভূতশুদ্ধি হইলে ॥

---

(১) তুহ্মি বিষ্ণু অবতার বোলে সর্ব্বজন ... পাঠান্তর।
(২) 'হৈলো' স্থলে 'ভেল' ... ... "

ভস্ম স্নান করিআ লেপিব কলেবর ।
চারি স্নান কথা কহি তোমার গোচর ॥
স্নান করি পরিষেক ধৌত বাস পাটা ।
শুচিরূপে কুশ হস্তে বান্ধি শিখা ফোটা ॥ ৭২০
ন্যাবন্যাস করি স্নান করিবেক পাছে ।
ভক্তি করি পূজিবেক যেন নীতি আছে ॥
মূলমন্ত্র জাপ করি করিব নমস্কার ।
শিবের প্রসাদে স্বর্গ কর্ম্ম নাই আর ॥
এইরূপে শিব পূজ বেদের বিধানে ।
পদযুগ ছাড় ব্যাধ জাতি নিজ স্থানে ॥
তবে ব্যাধ গুরুভাবে চরণ বন্দিলো ।
পাদোদক দিআ অঙ্গে অভিষেক কৈল ॥
সেই পদ পাখালিআ দিলেক নয়ানে ।
তবে তাপ স্নান কৈল শুন পুণ্যবানে ॥ ৭২৫
ব্যাধের ভকতি দেখি হরিষ ব্রাহ্মণ ।
ব্যাধেরে দিলেন্ত বর দেব পঞ্চানন ॥
জানাই সকল বিধি দ্বিজের গমন ।
হরসিতে বন্দে ব্যাধ গুরুর চরণ ॥
তপাএ স্নান করি ব্যাধ পূজা আরম্ভিলো ।
শক্তি ভাবে ভক্তিরূপে পূজা নির্ব্বাহিল ॥
জাপ সাঙ্গ করি ব্যাধ হইলো দণ্ডবত ।
স্তুতি করি প্রদক্ষিণ কৈল শতে শত ॥

গান (গাল ?) বাদ্য করতালি মহাদেব বোলি।
ফল পুষ্প বিল্বপত্র অঞ্জলি অঞ্জলি ॥ ৭৩০
এইরূপে করে ব্যাধ শিবেরে অর্চ্চন।
অতিশয় পুণ্য হইলো পাপ বিনাশন ॥
ব্যাধের ভকতি দেখি দেব ত্রিলোচন।
নন্দীরে করিলো আজ্ঞা ব্যাধের কারণ ॥
রথ লৈয়া জায় (জাও) নন্দী ব্যাধ আনিবার।
মহোৎসবে আন ব্যাধ গোচরে আহ্মার ॥
নন্দী আসি বোলে ব্যাধ চল স্বর্গপুর।
তোহ্মারে সদয় হইছে দয়ার ঠাকুর ॥
বন্দিআ নন্দীর পদ বোলিলেক ব্যাধ।
এথ কালে সদয় মোরে হইলো ভোলানাথ ॥ ৭৩৫
এক নিবেদন করম্ শুন দিয়া মন।
কহিঅ শঙ্করপদে মোর নিবেদন ॥
কোটী কোটী সংখ পদ্ম সাগরান্ত গণে।
এ সব প্রণাম কৈঅ শঙ্করচরণে ॥
যদি মোরে সদয় হইলা গঙ্গাধর।
পরিবার সঙ্গে আসি তান পদতল ॥
হাহাকার করিআ ভ্রমিব পরিবার।
মোর পুণ্যে হউক তারা সবের উদ্ধার ॥
এ বোলিআ উদ্দেশিআ শঙ্কর চরণ।
নানাবিধি স্তুতি করে সজল নআন ॥ ৭৪০

রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু হএ পাত।
উদ্ধার উদ্ধার মোরে শুন প্রাণনাথ॥
গলাএ বসন বান্ধি তৃণ ধরি দাস্তু।
মৃগপাণি স্তুতি করে কান্দিতে কান্দিতে॥
অনাথের বন্ধু প্রভু পতিতের পতি।
তুহ্মি বিনে অধমের আর নাই গতি॥
ব্যাধের স্তুপন (স্তবন) শুনি দেব মহেশ্বর।
পুষ্পবৃষ্টি কৈলা প্রভু ব্যাধের উপর[১]॥
পরিবার সঙ্গে ব্যাধ আনএ ত্বরিত।
হেনকালে দুত সবে চলে আচম্বিৎ॥ ৭৪৫
দুত সব গিআ তবে ব্যাধ দরশন।
তনু ছাড়ি প্রাণ নিলো দুরন্ত শমন॥
মাথাএ মুষল মারি বান্ধে হাত পাএ।
পরিবার সঙ্গে ব্যাধ দুতে লৈআ জাএ॥
প্রহারে জর্জর হইআ ব্যাধ কলেবর।
ডণ্ড (দণ্ড) ঘাতে মুণ্ড ভাঙ্গি হইলো প্রচুর॥
অস্ত্রঘাতে ব্যাধের জে রক্ত পড়ে ধারে।
মৈলুম মৈলুম করি ব্যাধ ঘন ডাক ছাড়ে॥

(১) এই পদের পর ২য় পুথিতে নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয় ;—

পরিবারে সঙ্গে ব্যাধ মরে আচম্বিতে।
তন্থ হোতে প্রাণ হরি নিল যমদুতে

প্রহারে পীড়িত ব্যাধ পাসরে আপনা।
মুহূর্ত্তেক কৈল দূতে জগেক তাড়না[১] ॥ ৭৫০
এইরূপে দুঃখ দিআ লৈআ জাএ দূতে।
জে কিছু আছিলো পাপ ভুগিলো খরিতে ॥
দেখিআ রুষিল সব শিবের কিঙ্কর।
হাতাহাতি দেখাদেখি বোলে ধর ধর ॥
মোরা সব বিদ্যমানে ব্যাধ লৈআ জাএ।
কি বোল বোলিবো গিআ শঙ্করের পাএ ॥
শিবের কিঙ্কর সব একাযুক্তি হৈআ।
রহ রহ করি দূতে পাছে জাএ ধাইআ ॥
না রহে যমের দূত না শুনে বচন।
বোলাবুলি গালাগালি ঠেকে মহারণ ॥ ৭৫৫
যমদূতে শিবদূতে হইলো সমর।
দশ ডণ্ড (দণ্ড) যুদ্ধ ছিলো অবনী ভিতর ॥
প্রভুর প্রতাপে জিনে শিবের কিঙ্কর।
যমদূত জিনি ব্যাধ চালাএ সত্বর ॥
পরিবার সঙ্গে ব্যাধ রথেত তুলিআ।
দিব্য অলঙ্কার সব ভূষণ করাইআ ॥
মহোৎসবে নিলো ব্যাধ কৈলাশশিখরে।
ব্যাধ আগুবাড়ি নিলো বিবিধ প্রকারে ॥

(১) মুহূর্ত্তেকে কৈল কত যুগের তাড়না ·· পাঠান্তর।

শিবের সাক্ষাতে গেলো পরিবার সঙ্গে ।
পরিবার সঙ্গে প্রণাম করিলো অষ্টাঙ্গে ॥ ৭৬০
কথ শত প্রদক্ষিণ কৈলো শিবের পাদে ।
ভক্তিভাবে নানাবিধি স্তুতি করে ব্যাধে ॥
তুষ্ট হইআ বোলে শিব ব্যাধ বিদ্যমান ।
চিরকাল সদা তুষ্ট থাক এই স্থান ॥
দ্বিজ রতিদেবে কহে শুন ভক্ত জন ।
শিবপূজা ফলে ব্যাধ কৈলাশে গমন ॥
এক মন চিত্তে ভজ শঙ্করের পাএ ।
পাঁচালিএ কহিলা সব শমনের দায় ॥

— ০ —

এথাতে যমদূত সব চেতন্য পাইআ ।
যমেরে ভেটিলো গিআ কান্দিআ কান্দিআ ॥ ৭৬৫
সর্বাঙ্গ বান্ধিআ রক্ত পড়ে অঙ্গনাতে ।
যমে নিবেদন করে কান্দিতে কান্দিতে ॥
শুনহ হে ধর্মরাজ তপনকুমার ।
এই বিস (বিষয় ?) কার্য্য নাই বিস গিআ ছাড় ॥
কথ প্রাণী আনি গিআ তোমার লিখনে ।
কে জন তোমার নাহে লিখ কি কারণে ॥
ব্যাধেরে আনিলো গিআ তোমার লিখনে ।
শিবদূতে কাড়ি লৈলো কৈলাশ ভুবনে ॥

'শুনহ হে' স্থলে 'শুন হের' ... পাঠান্তর

জথেক প্রহার কৈলো কৈতে অন্ত নাই।
ছাড়িআ তোহ্মার কাজ অন্য কাজে জাই॥ ১৭০
এহাতে[১] অধিক দুঃখ হাসে সর্ব্বজনা।
কেমতে তোহ্মার মনে সহে এথ ঘৃণা॥
মাথে হাত দিআ কান্দে যমের কিঙ্কর।
লাড়িবারে নারে পাশ প্রহারে জর্জ্জর॥
ক্রোধ হইআ বোলে যম তপনতনয়।
শিবেরে গোহারি করি ছাড়িব বিষয়॥
অতি ক্রোধে ধর্ম্মরাজে বোলে সাজ সাজ।
এ ছার বিষয়ের লাগি ঠাই ঠাই লাজ॥
দ্বিজ রতিদেবে কহে শঙ্করের পাএ।
ভবসিন্ধু তরি জাএ শমনের নাই দায়॥ ১৭৫

—0—

লাচাড়ি।

দূতমুখে শুনি বাণী কোপে জ্বলে দণ্ডপাণি
গোহারি করিতে জাএ কোপে।
একে কোপে জ্বলে যম তাতে বাড়িল[২] আতঙ্ক
শরীর দগধে দুঃখ তাপে॥

---

(১) 'এহাতে' স্থলে 'এহাতুন' .. .. পাঠান্তর।
(২) লাহাতে বাড়িছে তম .. .. " ।

তুণাএ পাজর ফাটে লাম্প (লম্ফ) দিআ মেঘে উঠে
দুত সব চলিলো সঙ্গতি।
ত্বরিত গমনে জাএ ভেটিলো শঙ্করের পাএ
প্রণমিলো লোটাইআ খিতি॥
স্তুতি করে নানা ভেসে(ভাষে?) শুন প্রভু কৃত্তিবাসে
তুহ্মি ব্রহ্মা তুহ্মি সে মুরারি।
তুহ্মি প্রভু সিদ্ধকায়া বামে ধর মহামায়া
জটাএ ধরিলা সুরেশ্বরী॥
তুহ্মি প্রভু জগদীশ নিত্য নিত্য পাল শিষ[1]
তুহ্মি প্রভু জগত আধার।
তুহ্মি প্রভু চরাচর তুহ্মি প্রভু ধরাধর
তুহ্মি প্রভু জগত সংসার॥
মোরে এই বিষয় দিলা[2] অগ্ন কার্য্যে বিড়ম্বিলা
অগ্ন জন কর নিয়োজন।
আজন্ম পাতকী ব্যাধ কৈল বহু অপরাধ
তুহ্মি তারে আন কি কারণ॥ ৭৮০
সে যদি কৈলাশ পাএ কাহাতে বুঝিবো দায়
তবে আহ্মি কিসের অধিকারী।
নিবেদিলো তুআ পাএ বিষয়ের নাহি দায়
রতিদেবে রচিলো লাচাড়ি॥

(১) নিত্য পালন কর শিব: .. .. পাঠান্তর:
(২) [illegible] .. .. " .

পআর।

যমের বচন শুনি অনাথের বন্ধু।
মিস্ট বোল বোলিআ কহিলা কৃপাসিন্ধু॥
পরিজনে পরিজনে আছিলো বিরোধ।
তাতে তোর কেনে লজ্জা কেনে বাস ক্রোধ॥
তোহ্মার আহ্মার সম্বন্ধ[১] নাইক কোন কালে।
চারি যুগে এই বিষয় কর ঠাকুরালি॥
কার্ত্তিক গণেশ সম তুমিহ তনয়।
তাহাকে না দিআ তোহ্মা দিআছি বিষয়॥ ৭৮৫
যার জেই প্রিয় হএ জায় সেই পুর।
এহার মানস কেবা কথা কহে দূর॥
সবে মাত্র আইল ব্যাধ আহ্মার আলয়।
কেমতে করিবো বাধা তোহ্মার বিষয়॥
ক্রোধ মনে পাসরিলা ব্যাধের কাহিনী।
আপনে দিআছ বর পাসর আপনি॥
উপবাস ছিল ব্যাধ বৃক্ষের উপর।
শিবরাত্রি কৈল ব্যাধ থাকি উজাগর॥
সেই ধর্ম্মের ফলে ব্যাধ জাএ পাপনাশ।
মনে ভাবি চাহ ব্যাধ পাইবো কৈলাশ॥ ৭৯০
সত্য মিথ্যা কিবা কহি ভাবি চাহ মনে।
ক্রোধ ছাড়ি জাঅ যম আপনা ভুবনে॥

---

(১) 'সম্বন্ধ' স্থলে 'দ্বন্দ্ব' ... ... পাঠান্তর।

যমে বোলে গুণনিধি কেম অপরাধ।
নিজপুরী জাই দেহ্য অভয় প্রসাদ॥
দণ্ডবত কৈল যম শঙ্কর চরণ।
প্রদক্ষিণ হইআ গেলা মৈস বাহন॥
রুক্মিণীর কথা শুনি রাজা মুচুকুন্দ।
শ্রুতিমূলে ভরি পিএ বাক্য মকরন্দ॥
রাজা বোলে প্রিয়া অথ কৈলা মোর স্থানে।
চন্দ্রভাগা নদী যেন আছে কোন স্থানে॥ ৭৯৫
সেই স্থানে জাইবো আজ্ঞি সপুরী সহিত।
হেনকালে বরুণা পোসাইল আচম্বিৎ॥
রাজা বোলে বড় ভাগ্যে পাইছি তোহ্মারে।
তুহ্মি হেন পতিব্রতা নাইক সংসারে॥
তুমি আমি চলি জাই বুন্দা (বিন্ধ্য?) গিরিবর।
চন্দ্রভাগা নদীতীরে পূজিব শঙ্কর॥
জেই লিঙ্গ পূজি ব্যাধ পাইলেক স্বর্গ।
সেই লিঙ্গ পূজিব গিআ লৈআ বন্ধুবর্গ॥
যাবত সদয় হএ প্রভু গঙ্গাধর।
না খাইব অন্ন পানি না জাইব ঘর॥ ৮০০
পারণের কার্য্য নাহি ঝাটে চলি জাই।
চন্দ্রমুখ দেখি ঝাটে নআন জুড়াই॥
রাজা সনে সারা (সাড়া) পড়ে ঢোলে পড়ে কাঠি।
রাজ্য সনে লোক চলে লক্ষ লক্ষ কোটী॥

রাজার বচনে লোক সাজিল অপার।
লইল পূজার দ্রব্য শত লক্ষ ভার॥
নর নারী সমে রাজা চলে এক চাপে।
উপবাসী সকল লোক দেখে লাখে লাখে(১)॥
নিরঞ্জন দরশন করিতে কারণ।
সানন্দে চলিল লোক হরিষবদন॥ ৮০৫
কথ ক্ষণে দরশন পাবে গুণনিধি।
অনাথেরে সদয় হইবো বিধাতার বিধি॥
আর কিছু না লএ চিত্তে ঐ সে উঠে পড়ে।
প্রভুরে দেখিলে জীএ না দেখিলে মরে॥
শিবপদে গেল প্রাণ তনু হৈল শূন্য।
হাটিতে ঢলিআ পড়ে যেন মত্ত জন॥
রাজ্য সমে গেল রাজা বৃন্দা (বিন্ধ্য) গিরিবর।
সৈন্য সেনা লইআ ফিরে বনের ভিতর॥
চন্দ্রভাগা নদীতীর পাইল রাজন।
সঙ্কল্প করিআ কৈল লিঙ্গ দরশন॥ ৮১০
রাজ্য সমে দরশন শঙ্কর চরণ।
নানাবিধি মহোৎসব কৈলা সেই স্থান॥
স্নান করি ধৌত বাস কৈলা পরিধান।
পদ পাখালিআ কৈল দোলেতে পআন॥

---

(১) 'দেখে লাখে লাখে' স্থলে 'না ফিরিল তাপে'··পাঠান্তর।

বাঁপিচম্মাসনে বসি পাদ্য অর্ঘ্য দিলো ।
স্বস্তি বাক্য উচ্চারিআ সঙ্কল্প করিলো ॥
সার জেই মনবাঞ্ছা সঙ্কল্প করিআ ।
পূজা আরম্ভিলো সবে হরসিত হইআ ॥
বেদধ্বনি জয়ধ্বনি শাস্ত্র উচ্চারিআ ।
ভক্তিভাবে শক্তিরূপে পূজিলেক গিআ(১) ॥ ৮১৫
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি বেতি কে বিধানে ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দিলো বিদ্যমানে(২) ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু পরম কদলী ।
আম নারিকেল বেল মধুপক ডালি ॥
বস্ত্র কাঞ্চন মণি মুকুতা প্রবাল ।
ফল ফুল দিল বহু কাপেক বিশাল(৩) ॥
অবশ্য শ্রীফলপত্র দিলো সহস্র ভার ।
কস্তুরী কনক দিলো কেতকী অপার ॥
প্রফুল্ল উৎপল দিলো বিনোদ করবী ।
জগ পুষ্প দিআ পূজে কথ কৈতে পারি ॥ ৮২০
ভক্তিভাবে শক্তিরূপে পূজা নির্ব্বাহিলো ।
জেবা জপ স্তুতি জানে করিতে লাগিলো ॥

(১) নানা তীর্থের জলে স্নান করাইল দ্বিজ ... ...পাঠান্তর ।
(২) 'দিলো বিদ্যমানে' স্থলে 'দৈনিক পদালে' ... ..." ।
(৩) 'বিশাল' স্থলে 'রসাল' ... ... " ।

গান (গাল ?) বাদ্য করতালি করে মহা স্তুতি।
প্রদক্ষিণ ডণ্ডবত করিআ ভকতি ॥
নিত্য (নৃত্য ?) করে সর্ব্ব লোকে আনন্দ অপার।
শিব নাম মধুপান বহি না লএ আর ॥
মহাদেব বোলি সবে শিবগুণ গাএ।
নরনারী সবে নাচে ধরণী লোটাএ ॥
শিবনাম বিনে আর কিছু না লএ চিতে।
ভক্তিভাবে আনন্দিত সপুরী সহিতে ॥ ৮২৫
শিবপদে স্তুতি ভক্তি করিলেক জথ।
দ্বিজ রতিদেবে তাহা কৈতে পারে কথ ॥

... ❊ ...

নৃপতির স্তুতি ভক্তি দেখি মহেশ্বর।
পুষ্পবৃষ্টি কৈলা প্রভু রাজার উপর ॥
নন্দীরে করিলা আজ্ঞা দেব ত্রিপুরারি।
মুচকুন্দ আন গিআ আহ্মার জে পুরী ॥
রথ লৈআ চলে নন্দী শিবের আজ্ঞাএ।
তরিতে মিলিলো আসি রাজার সভাএ ॥
মুচকুন্দ সম্বোধিআ বোলে নন্দী দ্বারী।
হইছে প্রভুর আজ্ঞা আইস তান পুরী ॥ ৮৩০
রুক্মিণী সহিতে চল চড়ি এই রথে।
তোমাকে সদয় হইছে প্রভু ভোলানাথে ॥

নন্দীর চরণ বন্দি বোলে নৃপমণি।
আহ্মার নি শুভদিন পোসাইলো রজনী॥
আহ্মি নি দেখিব গিআ প্রভুর চরণ।
আহ্মারে নি সদয় হৈব প্রভু পঞ্চানন॥
কোটী কোটী প্রণাম কে কৈহ প্রভুপদে।
না জানম স্তুতি ভক্তি মুই কে মৃগধে॥
প্রভুর দাসের দাস তান দাসের দাস।
এ বোলি আহ্মাকে যদি তরে কৃত্তিবাস॥ ৮৩৫
তবে জগ লোক হৈবে মোর অধিকারে।
সকলি প্রভুর হএ অন্য না পাএ তারে॥
যদি সে সদয় হৈলা মুই অধমেরে।
পুরী সমে আসি আহ্মি প্রভু পদাম্বরে[১]॥
নন্দীর চরণে ধরি করে বহু স্তুতি।
বাদ্য সমে নরপতি রঙ্গে নাচে অতি॥
ত্রিভুবনের জীব শিব অনাথের বন্ধু।
অধমেরে উদ্ধারিআ নেঅ কৃপাসিন্ধু॥
প্রজা সবে কহে তবে রাজাকে সম্বোধি।
আবে ছাড়ি জাও রাজা তার বধভাগী॥ ৮৪০

---

১) 'পদাম্বরে' স্থলে 'পদতলে' … … পাঠান্তর।
এই পদের পর ২য় পুথিতে নিম্নোক্ত দুইটি পংক্তি আছে;—
কৃতকৃতা হৈলুম মুঞি জনমে জনমে।
এ বোলিআ নাচে রাজা নরনারী সমে॥

শ্রবণে শুনিআ শিব এথেক বচন।
পুনর্ব্বার পুষ্পবৃষ্টি কৈল পঞ্চানন॥
ভৃঙ্গীরে ডাকিআ কহে দেব শূলপাণি।
শতে শতে রথ নেঅ বিবিধ নাচনি॥
মহোৎসবে সাজি জাও হস্তিনা নগর।
পুরী সমে আন মুচুকুন্দ নৃপবর॥
মহাদেবের আজ্ঞা পাইআ চলিলেক ভৃঙ্গী।
শতে শতে বৃষ চলে সোণা বান্ধা শৃঙ্গী॥
বিবিধ বাজনা চলে নানা যন্ত্রধ্বনি।
পন্থে পন্থে নৃত্য করে ইন্দ্রের নাচনি॥ ৮৪৭
মহোৎসব করি ভৃঙ্গী রথ লৈআ জাএ।
রাজার অগ্রেত গিআ বচন বুজাএ॥
ভৃঙ্গী বোলে মুচুকুন্দ শুনহ বচন।
তোর সম ভাগ্যবন্ত নাই ত্রিভুবন॥
আদিদেব নিরঞ্জন দেব চূড়ামণি।
জার[১] পদরেণু মাগে ব্রহ্মা ব্রহ্মযোনি॥
পদ্মযোনি কোটী কল্প স্তপ (স্তব) করে জাইতে[২]।
সেই প্রভু সদয় তোহ্মা পুরী সমে জাইতে॥
ব্যাজ না করিঅ রাজা চল শীঘ্রগতি।
শুভক্ষণে দেখ গিআ অনাথের পতি॥ ৮৫০

(১) 'জার' স্থলে 'জছু' ... ... পাঠান্তর।
(২) কোটী কল্প তপ করে দরশন পাইতে ... " ।

কোটী কল্প পাপ তোক্ষা হরি গেলো দুখ।
চক্ষু ভরি দেখ গিআ হরগৌরীর মুখ ॥
ভৃঙ্গীর বচন শুনি রাজা মুচকুন্দ।
শ্রুতিমূলে ভরি পিএ বাক্যমকরন্দ ॥
অমৃতকুণ্ডেত যেন করিলেক স্নান।
তাতে স্বর্গ পাইলেক মৃত অঙ্গে প্রাণ ॥
দণ্ডবতে বন্দে রাজা ভৃঙ্গীর চরণ।
যুগপাণি হইআ করে বিবিধ স্তপন (স্তবন) ॥
কেই শিব সেই ভৃঙ্গী সেই নন্দীপাল।
তোক্ষা দরশনে মোর খণ্ডিলো জঞ্জাল ॥ ৮২৫
সাফল জনম মোর কোটি কোটী জন্ম।
আক্ষাকে সদয় হৈল দেব পূর্ণব্রহ্ম ॥
সাজ সাজ করি রাজা ডাকে উচ্চস্বরে।
রাজ্য সঙ্গে চল সব শিবের গোচরে ॥
নানা তীর্থজলে সব স্নান আচরিলো।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ভূষণ করিলো ॥
দাড়াইলো সকল লোক যুগপাণি হইআ।
নন্দী ভৃঙ্গী বন্দি সব আরোহিলো গিআ ॥
রথ প্রদক্ষিণ করে সাত পাঁচ পাকে।
দণ্ডবত হৈআ রথে উঠে লাখে লাখে ॥ ৮৩০
উঠিলো সকল লোক করে ধন ধন।
মহাদেব বোলি রথে উঠে জনে জন ॥

অবশেষে মুচুকুন্দ রুক্মিণী সঙ্গতি।
শিব বোলি রথে উঠে করিআ ভকতি॥
নানাবিধি বাদ্য বাজে নানা মন্ত্রধ্বনি।
প্রতি রথে নৃত্য করে শিবের নাচনি॥
রাজ্য সমে নরপতি করিলো গমন।
জথাএ বৈসে গঙ্গা গৌরী দেব পঞ্চানন॥
তথাতে মিলিলো রাজা নিজ রাজ্য সমে।
শুভক্ষণে দরশন করিলো সম্ভ্রমে॥ ৮৬৭
শঙ্কর দেখিআ লোকে রথ হোন্তে লামি।
দণ্ডবত করে সবে শঙ্কর প্রণমি॥
রুক্মিণী রমণী সমে রাজা মুচুকুন্দে।
রাজ্য সমে মহারঙ্গে ভবানন্দে বন্দে॥
হরগৌরীপাদপদ্মে বন্দি সর্ব্বলোকে।
মত্ত হইআ নাচে গাহে মহাদেব ডাকে॥
সেই শিবপাদপদ্মে মধুগন্ধ পাইআ।
রতিদেবে গাএ সেই লোভেতে ভুলিআ॥

—০—

লাচাড়ি।

রাজ্য সমে মুচুকুন্দে নৃত্য করে মহানন্দে
হর গৌরীর সমুখে দাঁড়াইআ।

বদনে স্তুপন (স্তুবন) করে প্রদক্ষিণ বারে বারে
ডণ্ডবতে ধরণী লোটাইআ ॥ ৮৭০
সুললিত গীত গাহে ধরি হর গৌরীর পাএ
খেণে খেণে করএ স্তুপন (স্তুবন)।
জনম সাফল ভেল পাপ তাপ দূরে গেল
তুআ পদ পাই দরশন ॥
শুন প্রভু পশুপতি তুমি অনাথের গতি
পাদরে কবি নাথ মোরে।
তুআ পদে এই চাহি পুনি জনে জন্ম নাই
বিকাইলুম তোমা পদতলে ॥
রাজা সঙ্গে নরপতি নানাবিধি করে স্তুতি
ভক্তিভাবে অশ্রু হএ পাত।
সদাএ শিবগুণ গাএ চক্ষু ভরি রূপ চাএ
প্রজা সঙ্গে স্তুপে (স্তুবে) নরনাথ ॥
ধরি হর গৌরীর পাএ সেই পুনি দিলো গাএ
অভয় লইলো পদ পাখালিআ।
সেই জল করে পান অপরে ত নাই জ্ঞান
হরিষ হর ভকতি দেখিআ ॥
বোলে প্রভু শুভানন্দে শুন রাজা মুচকুন্দে
তোরে দিমু কৈলাসশিখর।
তোর ভক্তি হৈলুম বশ চারি যুগে তোর যশ
আজি শিব সেবার কৃপণ ॥ ৮৭৫

কৈলাশে বসতি কর নব ডণ্ড ছত্র ধর
জথেক অভয় দিলো তোরে।
দ্বিজ রতিদেবে কহে শুন শিব দয়াময়ে
পদরেণু করি রাখ মোরে॥

পআর।

শিবে বোলে মুচুকুন্দ তুহ্মি পুণ্যবান।
রাজ্য সমে আইলা তুহ্মি মোর বিদ্যমান॥
গঙ্গা গৌরী দুই মাত্র না দিবো তোহ্মারে।
রাজা হইআ প্রজা পাল কৈলাশশিখরে॥
শুন শুন ভক্ত জন একমন চিত্তে।
চতুর্দ্দশী উপবাস মুচুকুন্দ হোতে॥
রাজ্য সমে মুচুকুন্দ হৈলো স্বর্গবাস।
মহাপাপী ব্যাধ দেখ পাইলো কৈলাশ॥ ৮৮০
সেবকবৎসল হর আদি নিরঞ্জন।
ভক্তিভাবে সেব যদি তরিবা শমন॥
নামে মুক্তিপদ পাই সেবা কৈলে তরি।
হেন শিবপদ সেবি মুই দুরাচারী॥
গোপীনাথসুত দ্বিজ রতিদেবে গাএ।
অধমেরে কৃপা করি রাখ রাঙ্গা পাএ॥

মৃগলুব্ধ মহাপোথা জেই নরে রাখে।
অবিরোধে স্বর্গে জাএ যমেহ না রাখে॥ ৮৯৬

ইতি মৃগলুব্ধ পোথা সমাপ্ত।

জদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ জং ভবেৎ পূর্ণ ভবতি তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দ্দন॥ ইতি সন ১২০৬ মঘি তাং ১৮ শ্রাবণ॥ শ্রীমাগন আচার্য্য সোঅক্ষরং॥

ইতি মৃগলোব্ধ পাঞ্চালি সমাপ্তঃ ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ঃ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোসকং ঃ ঃ॥ ঃ ঃ সকাব্দা ১৭৭৬ সন ইতি সন ১২১৬ মঘি তারিখ ১৪ চোদ্দ ফাগ্গুন স্বঅক্ষ্যরং মিদং শ্রীরামচন্দ্র দাশ দেব পী বাঞ্চারাম বিশ্বাস সাকিন কধুরখিল :—২য় পুথি।

পরিশিষ্ট—(ক)

—⁂—

মনসার ধূপাচার

প্রণমোহ মনসার চরণ যুগল ।
ছায়া দিআ সেবকেরে রাখ পদতল ॥
তোমার মহিমা কেহো বুঝিতে না পারে ।
কিছু মাত্র বুঝিতে পারেন মহেশ্বরে ॥
সত্ব রজ তম তিন হুআ অবতার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে সৃজন তোমার ॥
ধূপাচার রচিবারে করিআছি আশ ।
মোর কণ্ঠে সরস্বতি করহ্নি নিবাস ॥
দেবী সনে মহাদেব গেলেন পুষ্পধারি ।
জনম লভিবেন আজু দেবী বিষহরি ॥
হেন কালে পক্ষী সনে সরোবরে গিআ ।
শুভ কেলি করন্ত যে পক্ষিণী লইআ ॥
তা দেখিআ মহাদেবের উল্লাসিত মন ।
সরোবর দিগে দৃষ্টি করে ত্রিলোচন ॥
কামদেবের পঞ্চবাণ হানে সহসাৎ ।
কামে কাতর হৈআ রহিলেন ভোলানাথ ॥

তবে পদ্মাবতী মাতা জন্মিবার হেতু।
বাম হস্তেত লইলেক অক্ষয় কে রিতু॥
রিতু হস্তে করি শিব ভাবে মনে মন।
পদ্মপত্রেতে রিতু থুইলেন ত্রিলোচন॥ ১০
সেই সরোবরে পক্ষী চরে অনুক্ষণ।
আহার বোলিয়া রিতু করিল ভক্ষণ॥
অবিচারে খাইআ রিতু করে ছটফটি।
কতক্ষণে বিলম্বে পাড়িল ডিম্ব গুটি॥
আপনার ডিম্ব হেন পক্ষী অনুমানে।
শিবের নন্দিনী পদ্মা কেহো নাহি জানে॥
তবে পদ্মাবতী মাতা মনেতে ভাবিআ।
বাহির হইলেন মাতা সে ডিম্ব ভেদিআ॥
নাগভূষণ মাতা হংস আরোহণ।
শিরে মুকুট শোভে চন্দ্রবদন॥ ১৫
গরুড় দেখিআ মাতা উনথুচ কুচবার (?)।
দিব্বি বস্ত্র পরিধান দিব্বি অলঙ্কার॥
মনসা দেখিআ পক্ষী বড় পাইল ভয়।
উড়িআ চলিল পক্ষী আপনা আলয়॥
পদ্মাবতী বোলে পক্ষী উড়ি কেনে জাও।
কাহার নন্দিনী আমি জনক চিআও॥
পক্ষী বোলে পদ্মাবতি বাপ তোমার শিব।
কৈলাশ ভুবনে আছে সর্ব্বলোকের জীব॥

তবে পদ্মাবতী গেলা কৈলাশ ভুবন।
বসি আছেন ভোলানাথ করিআ আসন ॥ ২০
দুই কর্ণে ভরি দিছে ধুতুরার ফুল।
ভাঙ্গ খাইআ শিব হইআছেন ব্যাকুল ॥
পদ্মারে দেখিআ শিব হরসিত মন।
আজু হনে ০ বিধি মোরে করাইল ঘটন ॥
এ বোল বোলিআ শিবে পদ্মার কাছে জাএ।
মনে মনে বিষহরি বড় ত্রাস পাএ ॥
পদ্মাবতী বোলে শিব তুমি আমার পিতা।
মনেতে ভাবিআ দেখ তোমার দুহিতা ॥
এই বাক্য শুনিআ শিব হইলেন স্তম্ভিত।
ধ্যানে জানিআ শিব হইলেন লজ্জিত ॥ ২৫
শিবে বোলে পদ্মাবতী থাক এই ঠাই।
তোমার কারণে আমি বর গিয়া চাই ॥
জরৎকারু মুনিরে আনন্ত ডাক দিআ।
আমার নন্দিনী পদ্মা বিবাহ কর গিআ ॥
জরৎকারু মুনি আসি বিবাহ করিল।
মনসার সঙ্গে থাকি রজনী বঞ্চিল ॥
প্রভাতে উঠিয়া বোলে জরৎকারু মুনি।
শাস্ত্র করি গাও তোল শিবের নন্দিনি ॥

০ হনে—হতে, হইতে।

মুনিপত্নী-ধর্ম্ম নহে প্রভাত শয়ন।
কুশ পুষ্প আনি দেঅ করিতে অর্চ্চন॥
এই বাক্য শুনিআ মনসা কোপে জ্বলে।
দুই চক্ষু রাঙ্গা কৈল বিষ আনলে॥
বিষদৃষ্টে চাহেন তবে মনসা কুমারী।
সেই ক্ষণে জরৎকারু পড়ি গেল ঢলি॥
এই সব বার্ত্তা গেল কৈলাশ ভুবন।
শীঘ্র করি ভোলানাথ হৈলা উপসন * ॥
শিবে বোলে পদ্মাবতি কৈলা কোন কাম।
বিবাহরাত্রিতে ঘুচাইলা জরৎকারুর নাম॥
জনকের বাক্য শুনি পদ্মা দেবী হাসে।
অমৃত কুণ্ডলের জল আছে তান পাশে॥
সেই ক্ষণে জলপড়া দিল মুনির গাএ।
কত ক্ষণে মুনিবর চৈতন্য জে পাএ॥
চৈতন্য পাইআ মুনি উঠি দিল লড়।
মনসার ভয়ে প্রাণি কাপে থরে থর॥
হংস আরোহণে মাতা সম্মুখে উপস্থিত।
বংশ রক্ষা না হইল মোর কোন কৈলা হিত
পদ্মাবতী বোলে মোর যদি না হএ বংশ।
নাগগণ হোজাইআ করাইমু ডংস॥

* উপসন—উপাসয়, উপস্থিত।

এথ জানি জরৎকারু মন্ত্র জাপ কৈল।
মনসার গর্ব্ভেত তবে আস্তিক জন্মিল ॥ ৫১

আস্তিক জন্মিল যদি মনসা বিদ্যমান।
পুত্র কোলে করি মাতা কৈলাশেতে জান ॥
মুনি গেল চলিআ আপনা ভুবন।
এই সব বার্ত্তা শুনিলা ত্রিলোচন ॥
ধূপাচার লৈআ মাগম্ তুআ পাএ।
দ্বিজ রতিদেব রাখ বিষহরি মাএ ॥ ৫৩

ইতি মনসার ধূপাচার সমাপ্তঃ ॥

সন ১১৭৯ মঘীর প্রতিলিপি।

পরিশিষ্ট—(খ)

"মৃগ-লুব্ধ" পুথিতে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দাদির অর্থ।

এই পুথির ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ ভিন্ন ইহাতে দুরূহ শব্দাদির ব্যবহার বিরল।

পাঠোদ্ধার-কার্য্যে অনেক স্থলে প্রাচীন বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় পুথির স্থানে স্থানে একটু জটিলতার ভাব ধারণ করিলেও পাঠকের বুঝিবার পক্ষে তেমন অসুবিধা হইবে, মনে হয় না। নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা লক্ষ্য করিলেই ইহার অর্থবোধ সুগম হইবে ;—

(১) অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি সর্ব্বত্র 'আ' দিয়া লিখিত, যথা,—বন্দিআ, লইআ, জাগিয়া ইত্যাদি।

(২) 'য' স্থলে প্রায় সর্ব্বত্র 'জ' ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) আমি, তুমি প্রভৃতি সর্ব্বনামগুলি সর্ব্বত্র আহ্মি, তুহ্মি রূপে লিখিত।

(৪) আমরা, তোমরা প্রভৃতি স্থলে আহ্মারা, তোহ্মারা ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৫) খাঅন্ত (খায়), লঅন্ত (লয়) প্রভৃতির মত ক্রিয়ার প্রয়োগ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে।

(৬) করম্ (করি), চাহম্ (চাহি), ধরিছম্ (ধরিয়াছি), কৈম্ (কহিমু বা কহিব) প্রভৃতি প্রাদেশিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার অনেক স্থলেই আছে।

কাক
কাহাক } কাহাকে ।

কাকু—কাকুতি ।

কালু
কালুকা } কলা, কালি ।

কিয়াতে—কীটে ।

কেঅ—কেহ ।

কৈরি—করি ।

কৈল্লা—কৈলা, করিলা ।

কোঅর—কুমার ।

খাঁখার—কলঙ্ক ।

গঙা—গণ্ডার ।

গোয়াইমু—গোঞাইব, গত করিব ।

গোহারি—নালিশ, অভিযোগ ।

ঘাটি—কমতি ।

চোখ বা চৌখ—তীক্ষ্ণ ।

ছিকলি—পরিচ্ছেদ ।

ছুরত—মূর্ত্তি, সৌন্দর্য্য ।

ছুলে—ছুইলে ।

ছেল—শেল ।

জীতে—জীবিত অবস্থায়, জীবিত থাকিতে ।

ঝাটে—শীঘ্র ।

ঠাঠা
ঠাঠার } বজ্র । ইংরেজী Thunder এর সহিত সাদৃশ্য ।

তালাইস—তালাস।

দড়াইলা—দৃঢ় করিলা, স্থির করিলা

দবাইলা—ঐ।

পরাচিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত।

পাছি—পাইছি, পাইয়াছি

পাছু—পাছে।

পাটা—পাট, পট্ট।

পিছা—ঝাঁটা।

পেলায়—ফেলায়।

পোসাইব—পোহাইব।

বহি—বই, ব্যতীত।

বায়—বাও, বাতাস। 'বায়ু' শব্দ হইতে আগত।

বান্ধ—বাঁধ।

বাহুড়—ফির।

বেলি—বেলা।

ব্যাজে—বিলম্বে।

মুচারি—মুচি, চামার

মেলানি—বিদায়।

মোহচ্ছিত—মূর্চ্ছিত।

রাড়ি—বিধবা। প্রাচীন পুঁথিতে 'রাণ্ডি' রূপের ব্যবহার দেখা যায়।

লাড়িবার—নাড়িবার।

সম্বিত—সম্বিৎ, চৈতন্য।

সম্ভতি—আহ্বানের জবাব দেওয়াকে 'সম্ভতি' বলে। বিধা-

পশ্চিম (?) "ডাকিলে সমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে" – এই পদে ঠিক ঐ অর্থই বুঝায়। চট্টগ্রামে আজও 'সমৎ' রূপে প্রচলিত।

সাকোআ—সাঁকো (Bridge)।

সান্ত্বা—শান্তি।

হন্তেবেন্তে—অতি ব্যস্তভাবে।

শুদ্ধি-পত্র

পদসংখ্যা	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১	৪	মন্দন	নন্দন
৪৯	৬	কোরিলো	করিলো
৯৮	১১	শনিবে	শুনিবে
২৯১	৩৫	রুক্মিণী	রুক্মিণী
৩১৭	৩৯	জুর	জুড়
৩৪৪	৪২	পাপভরে	পাপভয়ে

এতদ্ভিন্ন পুথির অনেক স্থানে 'কাঁদে' ও 'কাঁদিতে' শব্দ দুইটি চন্দ্রবিন্দু ছাড়া 'কাদে' ও কাদিতে' রূপে ছাপা হইয়াছে।